CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • ধোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 April 2019 ■ আগরতলা, ৪ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ২০ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলায় মোদি-মমতা যুদ্ধ

নজিরবিহীন আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে তপ্ত ভোটের রাজনীতি

কলকাতা, ৩ এপ্রিল।। একই দিনে নির্বাচনের প্রচারযুদ্ধে নামছেন রাজ্যের যুযুধান দুই কান্ডারী। এই নিয়ে সকাল থেকেই জমজমাট ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আঙিনা। এক দিন আগেই নিজেদের ইস্তাহার প্রকাশ করে শাসক এনডিএকে টক্কর দিতে চেয়েছে কংগ্রেস। তাই পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি সারা দেশের নজর আজ ছিল এই রাজ্যের দিকেই। দুপুরে শিলিগুড়ির কাওয়াখালি, বিকেলে ব্রিগেড।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আক্রমণের অভিমুখ ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই। অন্য দিকে নিজের প্রচার শুরুর জন্য দিনের শেষের দিনহাটার প্রচারসভাকেই বেছে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি এবং ব্রিগেড থেকে তোলা সমস্ত অভিযোগের জবাব দিনহাটা থেকেই দিলেন তৃণমূলনেত্রী।

নরেন্দ্র মোদীর ব্রিগেডে বক্তব্য রাখা তখনও শেষ হয়নি। তার মধ্যেই নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দিনহাটায় বক্তৃতা করতে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর শুরুতেই নরেন্দ্র মোদীর মেয়াদ ফুরিয়েছে বলে তোপ দাগেন তিনি। তাঁর কথায়, "আমি এখন মোদীবাবুকে এক্সপায়ারিবাবু বলে ডাকবো।"শিলিগুড়ির জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উন্নয়নের রাস্তায় স্পিডব্রেকার বলে কটাক্ষ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর জবাবে মমতা বলেন, "উনি বলছেন আমরা উন্নয়ন করিনি।

ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদী

গরিবদের জন্য কাজ করিনি। কৈফিয়ত দিন। আমি তর্কের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। উনি গায়ের জোরে মিথ্যা বলছেন।" এর পরই উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কী কাজ করেছে তা একে একে বলতে শুরু করেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, "আমরা সাড়ে সাত বছরে ৯ লক্ষ তফসিলি শংসাপত্র দিয়েছি। এর আগে ৭০ বছরে দেওয়া হয়েছিল মাত্র আড়াই লক্ষ শংসাপত্র। কোচবিহারে ছিটমহলের সমস্যার সমাধান করেছি। জমি নিয়ে জট কাটিয়েছি। ১১০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে ছিটমহলের উন্নয়নের জন্য। পাশাপাশি বলেন, কৃষকদের টাকা, শস্যবিমার টাকা, খাজনা মকুবের টাকা, সবদেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। পরিবারের লোকের কাছে জমি হস্তান্তর করতে গেলে মিউটেশন ফি-ও তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজবংশী, কামতাপুরি সহ অন্যান্য জনজাতির জন্যও আমরা উন্নয়নের নানা প্রকল্প নিয়ে এসেছি।"

বাংলায় এসে বরাবরই চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে তৃণমূল

দিনহাটায় মমতা ব্যানার্জী

নেতাদের জড়িয়ে থাকার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন বিজেপি নেতারা। নরেন্দ্র মোদীর এ দিনের দু'টি সভাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। মমতার দাবি, "চিটফান্ডের বিরুদ্ধে আমরাই তদন্ত শুরু করি।" অসমের ডেপুটি সিএম সারদাকাণ্ডে কত টাকা নিয়েছেন, এই প্রশ্নও তিনি ছোড়েন মোদীর দিকে।বালাকোটে ভারতীয় বায়ুসেনার অভিযান নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তার জবাবে মমতা বলেন, নির্বাচনী প্রচারে ভারতীয় সেনার প্রসঙ্গ আনা যাবে না বলে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সে সবের তোয়াক্কা না করে সেনাবাহিনীর অপমান করছেন নরেন্দ্র মোদী।বাংলায় নাগরিকপঞ্জি চালু করা নিয়ে বিজেপি নেতারা যে হুঁশিয়ারি দিয়ে চলেছেন, সেই প্রসঙ্গেসরাসরি নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, "দেশটাকে জবরদস্তি দখল করে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

আমি বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত আছি। আমাকে চমকে- ধমকে কিছু করা যাবে না।" অসমে বাঙালিদের দেশ থেকে বের করে দিতে চাইছে বিজেপি, এই অভিযোগও করেন মমতা। বাংলাতে কোনও ভাবে এনআরসি বা নাগরিকপঞ্জি চালু করা যাবে না, এই চ্যালেঞ্জ তিনি ছোড়েন খোদ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। হুঁশিয়ারি দেন, 'টাচ মি ইফ ইউ ক্যান, ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান'।বিজেপির বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে ভোট কেনার অভিযোগও তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষ যাতে টাকার লোভে বিজেপিকে ভোট না দেন, তা দেখতেওসমর্থকদের সতর্ক করে দেন তিনি। রাজ্যে ৪২টির মধ্যে ৪২টি আসনই তৃণমূল জিতবে বলেও নিজের বক্তব্যের শেষে দাবি করেন তিনি। বলেন, "জোড়াফুলে ভোট দিন, দিল্লিকে বদলে দিন... জোড়াফুলে ভোট দিন, মোদীকে সরিয়ে দিন।" একই সঙ্গে গেরুয়া শিবিরকে তাঁর পরামর্শ, "আগে দিল্লি সামলা, তার পর দেখিস বাংলা।"

বিএমএসের নামে কাজের বরাত, আচরণবিধি লঙ্ঘন

সদরের এসিঃ রিটার্নিং অফিসারকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। বিএমএসের নামে কাজের বরাত দিয়ে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে সদর মহকুমা শাসক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব থেকে সড়ানো হচ্ছে অসীম সাহাকে। সম্প্রতি নির্বাচনে বিডিও রেকর্ডিংয়ের ওয়ার্ক অডার জারি করা হয়েছিল বিএমএসের নামে। এই ঘটনায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরনিকান্তি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় সদর মহকুমা শাসক তথা সদরের সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে দায়িত্ব থেকে সড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।

নির্বাচনী কাজের বরাত অতীতেও রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনগুলিকেই বরাত দেওয়া হত। অতীতে এই ধরনের কাজ সিআইটিইউকে দেওয়া হত। কিন্তু, সরকারী অর্ডারে কখনই সিআইটিইউ'র নাম উল্লেখ থাকত না। লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে গত ২২ মার্চ সদর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিডিও রেকর্ডিংয়ের ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছিল। সদরের সহকারী রিটার্নিং অফিসার তথা সদর মহকুমা শাসক ওই ওয়ার্ক অর্ডারে বড়জলা, আগরতলা, রামনগর, টাউন বড়দোয়ালী, বনমালীপুর, প্রতাপগড়, বাধারঘাট এবং সূর্যমণি নগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিডিও রেকর্ডিং এর জন্য বিএমএসকে বরাত দেওয়া হয়। মোট ১২ জনকে বিডিও রেকর্ডিং এর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সরকারি কাজে সরাসরি রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনের বরাত দেওয়ার ঘটনায় নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে মুখ্য নির্বাচন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট প্রচারে গিয়ে মিজো শরণার্থীদের দাবী আপত্তি শুনলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে গিয়ে মিজো এবং রিয়াং শরণার্থী নেতাদের সাথে বৈঠক করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছে একগুচ্ছ দাবি পেশ করেছেন মিজো ও রিয়াং শরণার্থী নেতারা। পরিশ্রুত পানীয় জল এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য তাঁরা উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছে জোড়ালো দাবি জানিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের পর তাদের সমস্ত দাবি পূরণ করা হবে বলে এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

রাজ্যে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পানিসাগর ও কাঞ্চনপুরে শিবিরে আশ্রিত রয়েছেন রিয়াং শরণার্থীরা। তাদের একাধিকবার মিজোরামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাদেরকে মিজোরামে ফেরত পাঠানো এখনও সম্ভব হয়ে উঠেনি। বুধবার নির্বাচনী প্রচারে জম্পুই গিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা পূর্ব আসনে বিজেপি প্রার্থী রেবতি কুমার ত্রিপুরার সমর্থনে এদিন যীষ্ণু দেববর্মা প্রচারে অংশ নিয়েছেন। এরই মাঝে জম্পুইতে ইডেন টুরিস্ট লজে মিজো ও রিয়াং শরণার্থী নেতাদের সাথে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন যীষ্ণু দেববর্মা। বৈঠকে পরিশ্রুত পানীয় জল এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দাবি জানানো হয়েছে। যীষ্ণু দেববর্মা মিজো ও রিয়াং শরণার্থী নেতাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসইউসিআই(সি) প্রার্থীর উপর দুস্কৃতি হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। নির্বাচনের মুখে প্রার্থীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠছে। এসইউসিআই(সি) এর তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুধবার সকালে এসইউসিআই(সি) প্রার্থী অরুণ কুমার ভৌমিক দলীয় কর্মীদের সাথে প্রচার গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমতলী হয়ে এবং সেকেরকোট হয়ে যখন কাঞ্চনমালা বাজারে পৌছায় তখন একদল দুষ্কৃতি নিজেদের বিজেপি কর্মী পরিচয় দিয়ে গাড়ি আটক করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয়। মাইক ও মেশিল ভেঙেটুকরো করে দেয় এবং গাড়ির মধ্যে উপস্থিত দলীয় কর্মী সহ সবার ওপর বর্বর আক্রমণ চালায়। ওই অবস্থায় কাঞ্চনমালা বাজার ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয় এবং প্রার্থী সহ সবাইকে বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে নেওয়ার জন্য জোড় দেয়। চিৎকার করে বলাবলি করতে থাকে যে শুধুমাত্র বিজেপি দল ছাড়া আর অন্য কোন দল করা যাবেনা। উপস্থিত দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্যা শ্রীমতি শিবানী ভৌমিক নিজেকে কাঞ্চনমালার স্বনামধন্য চিকিৎসক সতীন্দ্র চন্দ্র দাস এর মেয়ে বলে দাবী করায় ও বাজার সংলগ্ন নিজের বাড়িতে যাবে বলে চিৎকার করলে এবং নির্বাচনে দলীয় প্রচার করবেই বলে পাল্টা সাহস দেখালে দুষ্কৃতিরা পিচু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল চিরদিনের জন্য হিমঘরে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি রাহুলের

গুয়াহাটি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : '১৫ লক্ষ টাকা প্রত্যেক গরিবের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার কথা আপনার মনে আছে মোদী? কৃষকদের দু টাকা করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন চৌকিদার। পারেননি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসলে বছরে ৭২ হাজার টাকা দেব প্রত্যেক গরিবকে। ৬ মাস পরিকল্পনা শেষে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাকে এই পরিণাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন চিদাম্বরমজি। বোকাখাতে নির্বাচনি সমাবেশে এভাবে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী।

অসমের গোলাঘাট জেলার বোকাখাতে স্পোর্টস কমপ্লেক্স খেলার মাঠে কলিয়াবরের দলীয় প্রার্থী গৌরব গগৈয়ের হয়ে নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল বলেন, ভারতের ২০ শতাংশ মানুষের মাসিক উপার্জন ১২ হাজার টাকার কম। কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসলে সেই সব গরিবদের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের প্রত্যেকের ব্যাংক খাতায় জমা দেওয়া হবে ৭২ হাজার টাকা। তিনি বলেন, দেশের চৌকিদার কেবল ধনীদের দেখভাল করেন। গরিবদের জন্য কিছুই করেননা।

বরাবরের মতো বোকাথাতেও রাহু গান্ধী বলন, 'জিএসটি-র প্রচলন করে দেশের জনতাকে গহ্বরে ফেলে দিয়েছেন মোদী। বলেন, গব্বর সিং ট্যাক্স-এর দরকার নেই। কংগ্রেস সরকার এলে গব্বর সিং ট্যাক্স বিলীন করে দেবেন। বিজেপির আমলে চতুর্দিকে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার মাতাচার দিয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ তুলে রাহুল বলেন, এই সরকারের আমলে সর্বত্র ঘুষ দিতে হয়ে। এর পরিবর্তন করবেন তাঁর সরকার গঠন করলে। দাবি কংগ্রেস সভাপতির।

রাহুলের দাবি, অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যকে কংগ্রেস রাজত্বে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ মর্যাদা কর্তন করে দেওয়া হয়েছে। বলেন, কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আসলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারী শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলা হবে। ভারী শিল্পোদ্যোগ স্থাপন করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সমৃদ্ধশালী করার কথা কংগ্রেস ভেবেছিল, কিন্তু পারেনি। এবার তা বাস্তবায়িত করা হবে, প্রতিশ্রুতি রাহুল গান্ধীর।

এছাড়া, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্পর্কেও ঘোষণা করেছেন তিনি। বলেছেন, তার সরকার ক্ষমতায় আসল এই বিল বাতিল করে দেওয়া হবে। রাজ্যসভায় তাঁদের প্রবল বিরোধিতায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন বিশেষ পুলিশ অবজারভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। রাজ্যে দুটি লোকসভা আসনের নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ১ নং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ই ডি সি এবং পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণের লক্ষ্যে আগামীকাল হবে এ'চে' পর্ব। এ বিষয়ে সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল গোটা বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি আজ সন্ধ্যায় নির্বাচন দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজ রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন স্পেশাল পুলিশ অবজারভার। এখানে এসেই তিনি আজ রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডি জি, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাক্তার হেনস্থা দলের নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শ্রীনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত এক চিকিৎসককে মারধর করার ঘটনায় অভিযুক্ত স্থানীয় মন্ডল সভাপতি অর্জুন দেবনাথের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, দল কোন ভাবেই অনৈতিক কাজকর্মকে প্রশ্রয় দেবে না।

বিস্তর পরিমাণ নেশা সামগ্রী ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বোধজং নগর এলাকায় পুরানো হলো প্রচুর পরিমাণ গাঁজা, কফ সিরাপ এবং হেরোইন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে গত তিন মাস ধরে পাচারকালে আটক গাজা, কফ সিরাপ এবং হেরোইন গুলো পুরানোর নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশ হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে বুধবার এসব নেশাজাতীয় সামগ্রী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া এসব নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য আনুমানিক আট কোটি টাকা বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যকে নেশা মুক্ত করে যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাতে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নেশা সামগ্রী বিরুদ্ধে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তৎকালীন সরকারের নরম মনোভাবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুলিশের একাংশও এসব কারবার এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। তৎকালীন শাসক দলের নেতাদের একাংশ নেশা কারবার এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হওয়ার পরপরই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। রাজ্য পুলিশকে কঠোর বার্তা দিয়ে বলেন রাজ্যকে নেশা মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। এমনকি পুলিশের যে একাংশ নেশা খাবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। প্রায় প্রতিদিনই নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করার স্বপ্ন অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোধজংনগরে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার করা নেশা সামগ্রী ধ্বংস করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৭৬ ▫ ৪ এপ্রিল ২০১৯ ইং ▫ ২০ চৈত্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

দেশ ও গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা

ভোট আছে বলিয়াই জনগণ বা ভোটারদের কদর আছে। জনগণের মন জয়ের জন্য, ভোট টানিতে প্রতিশ্রুতির বন্যা বহাইয়া দেওয়া হইতেছে। যেন কার আগে কে করিবে প্রাণ দান। জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশিত নির্বাচনে ইস্তেহারে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে আছে ন্যায় প্রকল্পে দরিদ্র ২০ শতাংশকে বছরে ৭২ হাজার টাকা, কৃষিঋণ মুকুব, ২২ লক্ষ শূন্য সরকারী পদ পূরণ, রাষ্ট্রদ্রোহ আইন বাতিল ইত্যাদি। সোজা কথায় দারিদ্রকেই হাতিয়ার করিয়াছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের দারিদ্র মোচনের অঙ্গীকার বাস্তবে কতখানি রূপায়ণ হইবে তাহা এখনই বলা মুশকিল। তবে, দেশের সামনে বেকারত্বের যে সমস্যা, মানুষের রুটি রুজির যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহা কাটাইয়া উঠিবার মতো প্রকল্পের যদি রূপায়ণ না হয় তাহা হইলে দারিদ্র দূরীকরণ তো অসম্ভব। খয়রাতির পর খয়রাতি একটি জাতিকে সমৃদ্ধ করিতে পারেনা। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র অংশের হাতে অর্থ তুলিয়া দিবার মধ্যে গৌরব আছে। গরীবের হাতে থোক টাকা তুলিয়া দিবার মধ্যে সন্তোষ্টি থাকিতে পারে না। যেন ভিক্ষা বা দান মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে প্রেরণা দেয় না। শ্রমের বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তির মধ্যে সন্তোষ্টি ও গৌরব কাজ করে। দেশ ও দেশবাসীকে স্বয়ম্ভর করিবার মধ্যেই সমৃদ্ধ ভারত গড়িয়া উঠিতে পারে। জনগণের প্রদত্ত করের টাকায় দানছত্র খুলিবার ঘটনা এখন প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিবার বিষয়। শুধু কংগ্রেস দলই নহে বিভিন্ন দল প্রতিশ্রুতির বন্যা বহাইয়া যেন তেন প্রকারেণ ভোট পাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। ইহা গণতন্ত্রকে কতখানি সমৃদ্ধ করিতেছে তাহা বিচারের সময় আসিয়াছে। কোনও দল গরীবি হঠানোর জন্য ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়া ভোটে নামিবে, কোনও দল দেশপ্রেমের বন্যা বহাইয়া ভোট টানিবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাইবে তাহা নতুন কিছু নহে। কিন্তু, এইসব প্রতিশ্রুতি পূরণ করা কতখানি সম্ভব তাহা কি বিচার বিশ্লেষণ করা হয়? এই রকম ভুরি ভুরি নজীর আছে নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতির সিংহভাগও পূরণ করা হয় নাই। ইহা তো ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণার সামিল। কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়াছে দল ক্ষমতায় আসিলে কৃষকদের ঋণ মুকুব করিয়া দেওয়া হইবে। যে কয়টি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসিয়াছে সেই সব রাজ্যে কৃষকদের ঋণ মুকুব করা হইয়াছে। কৃষক কল্যাণে সরকারের ঋণ মুকুবের সিদ্ধান্তকে নিশ্চয় স্বাগত। কিন্তু, এই বিপুল অর্থ পূরণের জন্য সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হইবে। ব্যাংকগুলিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিলে চলিবে না। ঢালাও প্রতিশ্রুতিকে ভোটাররা কতখানি বিশ্বাস করেন তাহা এক বড় প্রশ্ন। বিজেপি প্রতিশ্রুতি প্রদানে দরাজ হইতেছে না। দল জানে এই প্রতিশ্রুতিই একসময় বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। বিজেপি জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের জয়গানে ভোটারদের আবেগ ও হিন্দুত্বের সেন্টিমেন্ট পুঁজি করিয়া আগাইতেছে। ঢালাও প্রতিশ্রুতির পথ হইতে এই গেরুয়া দল কিছুটা সরিয়া আসিয়াছে। নির্বাচনে প্রতিশ্রুতির বন্যাই জয়ের একমাত্র ভরসা হইতে পারে না। টাকার খেলা এখানে বড় ফ্যাক্টর। বড় জমায়েত করিতে গেলে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। নির্বাচনে শুধু টাকা টাকা টাকা। টাকা যাহার কথা তাহার। জোর যাহার মুল্লুক তাহার মতো। টাকা দিয়া ভোট কিনিবার ঘটনা কি অস্বীকার করা যায়? সাধারণ ভোটার নহে বিধায়কদের বা সাংসদরাও কি টাকার কাছে নতজানু হন না? দল বদল কি শুধু নীতি আদর্শের প্রেরণায়? মানুষ বুঝে কত টাকায় রফা হয়। দল ভাঙ্গাইয়া সরকার গড়িবার ঘটনা আমাদের গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে কুঠারাঘাত করিয়াছে। আজ দেশের বিভিন্ন এলাকায় মানুষ টাকার বিনিময়ে ভোটের ফাঁদে পা বাড়ায়? সাধারণ মানুষই শুধু নয় আজ প্রচার মাধ্যমে স্বাধীনতা কতখানি? তাঁহারাও তো অর্থের দাসত্বে বাধা হইয়া পড়িতেছে। মুখে আদর্শের জয়গান আর কার্যক্ষেত্রে অর্থ লুলুপতায় আচ্ছন্ন। সুতরাং মানুষ দাঁড়াইবে কোথায়? দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা কি এইভাবে একসময় সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত হইবে? আজ দেশে সেই শংকা বেশী করিয়া দেখা দিবার সংগত কারণ আছে। একটু চোখ কান খোলা রাখিলেই বুঝা যাইবে একটা জাতি কতবেশী বিপন্নতা বোধ করিতেছে।

এইবারের লোকসভা নির্বাচন অনেক বেশী গুরুত্বের। এমন জটিল পরিস্থিতির মুখে ইতিপূর্বে দেশবাসী পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দেশ আজ এক বিরাট পরীক্ষার সামনে। সারা দেশ আজ বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভারে বিপদগ্রস্ত। নাগরিক সনাক্তকরণের ঘটনা অনেক বেশী জরুরী একথা মানিতেই হইবে। কিন্তু, বিলম্বের কারণে পরিস্থিতি অনেক ঘোরালো হইয়াছে। বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়াছে সারা দেশেই এনআরসি চালু করিবে। গোটা দেশের সামনে এখন সবচাইতে বড় সমস্যা হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছে এনআরসি। বিজেপি সরকার এনআরসি সংশোধনী আনিয়াছে সংসদে। কংগ্রেস সহ বিভিন্ন দল তাহার বিরোধীতা করিয়াছে। এই নাগরিক পঞ্জিকরণের বিষয়টি দেশের সামনে ঘোরতর সংকট হইয়া উঠিয়াছে। কোন দল এই সংকট নিরসনে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারিবে? অনেক অনেক প্রতিশ্রুতির মধ্যে এই এনআরসি ইস্যু অনেক বেশী গুরুত্বের এনআরসির ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নিতে না পারিলে দেশ গভীর সংকটে নিমজ্জিত হইতে পারে। দেশের মানুষের সামনে আজ কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত। একথা জোর দিয়া বলা যাইতে পারে।

লোকসভা নির্বাচন : ষষ্ঠদশতম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির অখিলেশের বিরুদ্ধে লড়বেন দীনেশ লাল যাদব

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের খুব বেশি দিন আর বাকি নেইঊ আর মাত্র কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হতে চলেছে দিল্লি দখলের লড়াইঊ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১১ এপ্রিলঊ তার আগে বুধবার লোকসভা নির্বাচনে ষষ্ঠদশতম প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত করল ভারতীয় জনতা পার্টিউ ষষ্ঠদশতম প্রার্থী তালিকায় মোট ৬ জন প্রার্থীর নাম প্রকাশিত করা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তর প্রদেশ থেকে পাঁচটি এবং মহারাষ্ট্র থেকে একটি প্রার্থীর নাম প্রকাশিত করা হয়েছে।

বিজেপির ষষ্ঠদশতম প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশে ফিরোজাবাদ থেকে ভোটে লড়বেন ড় চন্দ্র সেন যদুন, মৈনপুরী থেকে ভোটে লড়বেন প্রেম সিং শাকিয়া, রায়বরেলি থেকে দীনেশ প্রতাপ সিং, আজমগড় থেকে দীনেশ লাল যাদব এবং মছলিশহর লোকসভা কেন্দ্র (এসসি) থেকে ভোটে লড়বেন ভি পি সরোজউ উত্তর প্রদেশের পাঁচটি লোকসভা আসন ছাড়াও মহারাষ্ট্র থেকে মুম্বই উত্তর-পূর্ব লোকসভা আসনের প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করা হয়েছেঊ মহারাষ্ট্রের মুম্বই উত্তর-পূর্ব লোকসভা আসন থেকে ভোটে লড়বেন মনোজ কোটেকঊ প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশের আজমগড় লোকসভা আসন থেকে ভোটে লড়বেন সমাজবাদী পার্টির প্রেসিডেন্ট অখিলেশ যাদবঊ এই আসনে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হল দীনেশ লাল যাদবকে।

মর্মান্তিক, রাজস্থানে পৃথক ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দু'জন কৃষকের

জয়পুর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানে আজমের জেলায় জমিতে কাজ করার সময় পৃথক দু'টি ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন দু'জন কৃষকঊ আজমের জেলার কাতুসারা গ্রামে জমিতে ফসল রোপণের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন রামবেন জাট (৩২) নামে একজন কৃষকঊ অপর ঘটনায় ডাডিয়া গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন রঘুনাথ জাট (৪২) নামে একজন কৃষক।

আরাই স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) বিক্রম সেবাওয়াত জানিয়েছেন, আজমের জেলার কাতুসারা গ্রাম এবং ডাডিয়া গ্রামে জমিতে ফসল রোপণের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন রামবেন জাট এবং রঘুনাথ জাট নামে দু'জন কৃষকঊ পৃথক ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু (১৭৪ ধারা) মামলা রুজু করা হয়েছেঊ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছেঊ দু'জন কৃষকের অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

ব্রিটিশ রসবোধের পাতায় চুমুক

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইশ! যদি এমন একটি বই আমাদের ছাত্রজীবনে পেতাম! বইটি মাসখানেক ধরে আমার বিচানার পাশে ছোট্ট টেবিলে। আমাকে ক্রামাগত দিয়ে চলেছে রোচক রাত। সবে প্রকাশিত, এমন নয়। প্রথম বেরিয়েছিল ২০১১-তে। নতুন সংস্কারণ বেরল সবে, ২০১৮-তে। প্রথমেই বলি, যেসব ছাত্রছাত্রী শেক্সপিয়র পড়তে শুরু করেছে, যাদের মনে হচ্ছে শেক্সপিয়র লেখক না মহাসমুদ্র---তাদের লাইটহাউস হয়ে উঠবে এই বই। দিশারি আলো দেখাবে। হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। আবার এ বই আমাদের মতো ফাঠকের জন্যও যারা শেক্সপিয়র পড়তে পড়তে বুড়ো হল, বুড়ো হতে হতে মনে হচ্ছে, ইউলিয়াম শেক্সপিয়র রোজই নতুন,তাঁকে জানার,তাঁকে পাওয়ার, তাঁকে অনুভব করার শেষ নেই --- 'দ্য লিটল বুক অফ শেক্সপিয়র' সেই পাঠকের জন্যও। বইটির পাতায় পাতায় রত্নভাণ্ডার। এই রত্নভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম অবদান---একের পর এক উদ্ধৃতি শেক্সপিয়রের লেখা থেকে। যখন সময় পাই, পাতা ওল্টাই, পড়ি উদ্ধৃতিগুলো। মনে হয় এত বছর বেঁচেও জীবনকে কতটুকু জানলাম! যেমন সেই প্রম নয প্রেম, যে প্রেম পরিবর্তন দেখে পরিবর্তিত হয়। Love is not love/ Which alters when it alteration finds অথবা 'মিশর, আমাকে তুই কোন সর্বনাশে নিয়ে এলি(অ্যান্টনি)! ('0, whither hast thou led me ,Egypt? (Antony) ছোট ছোট উদ্ধৃতি, তবু কথা বলে এক আকাশ!

বইটির পাতায় পাতায় ছবি, বারবার দেখার মতো মুহূর্তে। একটি ছবিতে স্যর লরেন্স অলিভিয়ের এবং ভিভিয়েন লে। ওঁরা তখন স্বামী-স্ত্রী। 'অ্যান্টিনি'-র ভূমিকায় স্যর লরেন্স। 'ক্লিওপাট্রা' ভিভিয়েন। ১৯৫১ সাল। ছবির নীচে এই ক্যাপশন, Olivier's Antony was reckless, while Leigh Leigh played the queen as sensuous yer regally aloof. অলিভিয়ের -এর অ্যান্টনি অপরিণামদর্শী। ভিভিয়েন লে-র ক্লিয়োপাট্রা ইন্দ্রিয়-উদ্দীপক, কিন্তু নির্লিপ্ত। আর একটি ছবি দেখে অবাক হতে হয়। ব্ল্যাক আমেরিকান গায়ক পল রবসন ওথেলো-র ভূমিকায় মঞ্চে। ১৯৩০ সালে তিনি ওথেলোর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর ডেসডেমনা হয়েছিলেন পেগি অ্যাশক্রফ্ট।

'দ্য লিটল বুক অফ শেক্সপিয়র' শুরু হচ্ছে এইভাবে, ১৫৮৯ থেকে ১৫৯৪। শেক্সপিয়র ২৫ থেকে ৩৪, দ্য' ফ্লিলাঙ্গ রাটির'। শেক্সপিয়র সম্ভবত প্রথম লন্ডনে এলেন ১৫৮০-র দশকে। বয়স ১৬ থেকে ১৮-র মধ্যে। ১৯৮৫ -তে যমজ সন্তানের বাবা হলেন। এরপর প্রায় সাত বছর নিরুদ্দেশ। হয়তো ক'বছর স্কুলে পড়িয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি উধাও হয়েছিলেন ইতালিতে। তবে অন্য একটি থিওরি হচ্ছে। তিনি ল্যাঙ্কাশায়ার এক ক্যাথলিক পরিবারে আশ্রিত ছিলেন। সেই কারণে তাঁর ক্যাথলিকপ্রীতি। কিন্তু তাঁর রানি প্রথম কুইন এলিজাবেথ যে ক্যাথলিকবিরোধী প্রটেস্ট্যান্ট—সেটা মনে রেখেক ধর্ম-বিশ্বাস ও ক্যাথলিকপ্রীতি সম্পূর্ণ চেপে রাখেন শেক্সপিয়র। শেক্সপিয়রের জন্মতারিখ নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। শেক্সপিয়রকে 'ব্যাপটাইজ' করা হয় ১৫৬৪-এর ২৬ এপ্রিল। ঝরে নেওয়া হয়েছে, তার জন্ম তিনদিন আগে, ১৫৬৪-র ২৩ এপ্রিল। জন্মস্থান, স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-এফন্। দু'বার গিয়েছি শেক্সপিয়রের জন্মস্থানে। সত্যিই জায়গাটা হয়তো এক সুন্দর ছিল না! এখন তো সাজিয়েগুছিয়ে একেবারে ছবির মতো। পুরনো তবু ঝকঝরে নতুন। মনে হয়, একটা পিকচার পোস্টকার্ডে ঢুকে পড়েছি। শেক্সপিয়রের বাড়ির সব খুঁটিনাটি নতুন করে তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সেই সময়কার ইংরেজের রান্নাঘর। শেক্সপিয়রের স্ত্রী অ্যান হ্যাথাওয়েের বাড়িটাই ও কাছেই। বলা যায়, পাশের গ্রামের আট বছরের বড় মেয়ে প্রেমে ও শরীরে পড়েছিলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়র। আরও একটা স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন -এভন্ আছে কানাডায়। সেটা আরও সুন্দর। স্বপ্নের মতো। অবাস্তব। ট্যুরিস্ট-ভোলানো-স্ট্র্যাটফোর্ড -আপন-এভন্। সেখানও গিয়েছি কল্পিত শেক্সপিয়রের কল্পিত জন্মস্থান দেখতে। সেই তীর্থভ্রমণ আমার সফল করেছিল এক শৌভিক বাস্তব। কানাডার স্ট্র্যাটফোর্ডে শুধু যে একটি ছবির মতো এভন্ নদীই আছে তা নয়, একটি শেক্সপিয়র-থিয়েটারও আছে এলাহি আয়োজনে। হঠাৎ দেখলাম, থিয়েটারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন এক ভুবনবিখ্যাত সায়েব। গলায় রাঙা মাফলার। পরনে নীল স্যুট। কথা বলতে বলতে নামছেন। সেই চেনা অবিকল্প দৈবকণ্ঠ!

রিচার্ড বার্টন!

(২)

১৫৯৪। উইলিয়ম শেক্সপিযর তিরিশ। নতুন মোড় নিল তাঁর লেখক-জীবন। প্রতিষ্ঠিত হল "লর্ড চেম্বারলেন'স মেন" নাটক দল। ইতিমধ্যেই শেক্সপিযর লিখে ফেলেছেন 'দ্য টু জেন্টলমেন অফ ভোরোনা', 'দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু', 'টাইটাস অ্যানড্রোনিকাস', রাজা ষষ্ঠ হেনরির রাজত্বকালের ওপরর তিনটি নাটক, এবং তাঁর বিখ্যাত নাটক 'রিচার্ড দ্য থার্ড'। সুতরাং "লর্ড চেম্বারলেন'স মেন" প্রতিষ্ঠিত হতেই শেক্সপিয়র হয়ে গেলেন এই সংস্থার শেয়ারহোল্ডার। তাঁর অর্থাভাব কেটে গেল। এবং অন্যান্য নাট্যকারের সহযোগে কাজ করার প্রয়োজনও ঘুচল। শেক্সপিয়র চট করে একটা হিসেব করে ফেলতে পেরেছিলেন। প্রথম হিসেবে দল চালাতে এবং নিজের উপার্জন অনর্গল রাখতে তাঁকে বছরে অন্তত দু'টি নাটক লিখতেই হবে। দ্বিতীয় হিসেব প্রত্যেকটি নাটক যেন হয় বিষয়ে-বিন্যাসে-স্টাইলে নতুন এবং ভিন্ন। অর্থাৎ এমন নাটক যাতে দলে দলে মানুষ দেখতে আসে।

বক্স অফিসটা খুব ভাল বুঝতেন তিনি। পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি লিখে ফেললেন "লাভ'স লেবার'স লস্ট"'স "আ মিডসামার নাইট'স ড্রিম", 'দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস', 'মাত্র এডো অ্যাবাউট নাথিং' এবং 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'। এছাড়াও ইংলান্ডের ইতিহাস নিয়েও নাটক লিখলেন। 'রিচার্ড দ্য সেকেন্ড', 'কিং জন' এবং দু'খণ্ডের' হেনরি দ্য ফোর্থ'। তৈরি করলেন স্যর জন ফলস্টাফের মতো কমিক চরিত্র। লিখলেন 'হেনরি দ্য ফিফ্থ'-এর মতো নাটক। লিখলেন তাঁর বিখ্যাত রোম্যান্টির ট্র্যাজেডি 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'। লিখলেন তাঁর বিক্যাত আনরোম্যান্টিক কমেডি 'দ্য মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর'। এবং লিখলেন তাঁর বিখ্যাক রোমান ট্র্যাজেডি 'জুলিয়াস সিজার'।

এখানে একটা ছোট্ট গল্প বলি। উইন্ডসরে গিয়েছি বেড়াতে। সেখানে উইন্ডসর কাস্‌ল দেখা শেষ হয়েছে এইমাত্র। কাছেই একটি ছোট্ট পানশালা। তৃষ্ণার্ত আমি ঢুকে পড়েই দেখি দরজার পাশে এই ঘোষণা, এই বাড়িতে বসেই শেক্সপিয়র লিখেছিলেন 'দ্য মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর'! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। তবু বসলাম ওই বাড়ির সামনে ফুটপাতে রাঙা ছাতার তলায়। লাল সুরায় চুমুক দিয়ে বরফ-ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাসে উড়িয়ে দিলাম এই ক'টি কথা; I do mean to make love to fords wife; I spy entertainment in her;she discourses, She carves,she gives her leer of invitation

'দ্য মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডস'র নাটকেও স্যর জন ফলস্টাফ বিদ্যামান। 'দ্য গারটার ইন্'- এ ফলস্টাফ বলছে, আমি ফোর্ডের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করতে চাই। ওই নারীর মধ্যে আমি খোঁজ পেয়েছি বিনোদনের। মেয়েটি বেশ ব্যাখ্যান দিতে পারে। যেমন পারে খোদাই করতে পাথর, তেমনই পারে রান্নার মাংস কাটাতে। আর তার আনন্ত্রণের অপাঙ্গ দৃষ্টি অনবদ্য! উইন্ডসরের সেই পানশালায় এই কামাতুর যুবক শেক্সপিয়রকেই মনে পড়েছিল আমার । আর মনে হয়েছিল, শেক্সপিয়র বলেছেন মেয়েটির শরীরের (০ বা বক্ররেখাগুলোর আভাস দিতেও । না হলে তিনি কীসের শেক্সপিয়র?

(৩)

'দ্য লিটল বুক অফ শেক্সপিয়র-এর পাতায পাতায় ব্রিটিস রসবোদ। চ্যাপ্টারের নামগুলো পড়ু সুচিপত্রে, তাহলেই বুঝবেন, 'In love, who respects friend অর্থাৎ বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে অবশ্যই প্রেম করা যায়! 'I know how to tame a sherw' আমি জানি কীভাবে বাগে আনতে হয় বেশ্যাকে 'To die is all as common as to live মরে যাওয়া বেঁচে থাকার মতোই সাধারণ ব্যাপার। Wives may be merry but yet honest' বউরা হাসিখুশি হয়েও সতী হতে পারে।

'War and lechery confounf all যুদ্ধ এবং লাম্পট্য সব্বাইকে বিভ্রান্ত করে।

রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি গ্রন্থের এইরকম চ্যাপ্টারের নাম আমরা ভাবতেও পারব না এই আধুনিক যুগেও। এমন চাটুল্য রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়। সেই অর্বাচীনতা ক্ষমারই নয়।

'দ্য লিটল বুক অফ শেক্সপিয়'র -এর আর একটা ভাবি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল নাটকগুলোর অসাধারণ মঞ্চায়নের কথাও তারিয়ে তারিয়ে বলা হয়েছে। দু' একটা উদাহরণ দিই। পড়তে কী যে ভাল লাগে! 'ম্যাকবেথ' নাটক প্রসঙ্গে পড়তে পড়েতে দেখি মার্জিনে স্যর লরেন্স অলিভিয়ের এবং তাঁর স্ত্রী ভিভিয়ান লে। 'ম্যাকবেথ' স্যর লরেন্স। 'লেডি ম্যাকবেথ' ভিভিয়েন লে। ১৯৫৫-র মঞ্চায়ন। ছবির তলায় লেখা Lauernce Olivier's Macbeth was acclaimed for its dazzling darkness in 1955 সালের লরেন্স অলিভিয়ের 'ম্যাকবেথ' অভিনন্দিত হয়েছিল 'চোখ-ঝলসানো আঁধারের জন্য'! 'কিং লিয়ার' প্রসঙ্গে পড়তে পড়তে কতবার যে পড়েছি এই পার্শ্বোক্তি Paul scofield's Lear was voted the greatest Shajespearean prefoemance of all time. স্কফিল্ডের বয়স চল্লিশ। অর্থাৎ, বৃদ্ধ লিয়ারের ধারণা থেকে আমরা এই প্রথম বেরিয়ে এলাম। পিটার ব্রুকের লিয়ার প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬২-তে। আমরা তখন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। জানি, লিয়ার মানে রোগী, আহত, অভিমানী এক বৃদ্ধ। পিটার ব্রুকের 'লিয়ার' সেই ধারণা ভেঙে দিল। কিন্তু আমাদের মাস্টারমশাইরা সেই খবর রাখতেন না। সমালোচক কেনেথে টাইনান প্রথম বললেন,

'Peter Brook's production of King lear is revloutionary in its depiction of Lear not as the booming, righ-teously indignant Titan of old, but an edgy, capricious old man, intensely difficult to live with. পিটার ব্রুকের কিং লিয়ার প্রাচীন কালের বৃদ্ধ নয় কিন্তু। চল্লিশ বছরের এক বলিষ্ঠ অভিনেতা, যিনি কিছুটা বুড়া সেজেছেন। তিনি খিটখিটে। তিনি খেয়ালি। তাঁর সঙ্গে বসবাস করা কঠিন। এ এক অন্য লিয়ার!

'দ্য লিটল বুক অফ শেক্সপিয়'র-এ শেক্সপিয়র নতুন অবতারে জন্মেছেন। ভিন্ন ব্যাখ্যায় তাঁর নতুনায়ন ঘটেঠে। বারবার পাতা ওল্টাচ্ছি বইটার। বেশ বন্ধু বন্ধু বাব জমেছে ক্রমশ।

দ্য লিটল বুক অফ শেক্সপিয়র
'ডি কে' লন্ডন
পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউস

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

অবাধ ও শান্তিতে ভোট না হলে ব্যর্থতা কমিশনের

নারায়ণ দাস

ভোটের বাজারে কত কিছুই না হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশন কোমরে বেঁধে নেমেছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা একটি চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন এবার এই বাংলায় রক্তপাতহীন ভোট করবেনই।

সেই লক্ষ্যে যা করণীয় সব কিছু করছেন তিনি। পসিচমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভোট হয় না, এই অপবাধ তিনি এবার ঘোচাতে চান। আর সিত্যিই যদি একটি সুষ্ঠু ও বাধা বিপত্তিহীন পরিবেশে ভোটাররা তাদের ভোট পছন্দের প্রার্থীদের দিতে পারেন, তাহলে তারা খুশি হবেন। একজন নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়া তার অধিকার—আর সেই অধিকার বিনা বাধায়, বিনা প্ররোচনায়, যদি তিনি প্রয়োগ করতে পারেন, তার চাইতে আনন্দের, আত্মতুষ্টির কিছু হয় না। যে রাজ্যে পঞ্চায়েত এবং পুরসভার ভোটেরও মানুষের প্রাণ যায়, রাজনৈতিক সংঘর্ষে ভোটকেন্দ্র উত্তাল হয়, রক্ত ঝরে, সেখানে যদি ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় তাহলে রাজ্যবাসীও নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ জানাবেন।

আসলে যারা ভোটে গণ্ডগোল পাকায়, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটারদের ভোট দিতে বাধাদান করে, তাদের সংখ্যা কিন্তু নগণ্য। তাদের প্রতিহত করা কঠিন ব্যাপার নয়। যেটা দরকার তা হল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের দলমতনির্বিশেষে ওই বাধাদানকারীদের ওপর কঠোর নজরদারি রাখা এবং অশান্তি সৃষ্টিকালে কনা হাতে তা দমন করা। যেটার অভাব নির্বাচনকালে দেখা দেয়। ছলে বলে কৌশলে দলকে জেতাতেই হবে, দলীয় কর্মীদের এই মনোভাব বদলাতেই হবে। মানুষকে তাদের বিবেক বিবেচনার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যাকে ভোট দিতে দিতেই হবে। বাধাদান চলবে না, শাসানি চলবে না ভয় দেখানো চলবে না, প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া চলবে না। যারা অশান্তির সৃষ্টি করে অন্যায়ের পথে দলকে জেতাতে চায়, তারা যে ভুল পথে চলছে এই বিবেক বোধ তাদের মনে জাদাতে হবে। এখন প্রশ্ন বলা তো হল শান্তিপূর্ণ ভোটের । কিন্তু তা করে দেখাতে হবে ভোট শুরুর এক মাস আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিবঙ্গে

এসেছে। তারা বিবিন্ন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রুটমার্চ ও করছে। তাদের অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে দিচ্ছে স্থানীয় পুলিশকর্তারা। কারণ ফোর্সের এই জওয়ানরা যেমন বাংলা ভাষা জানেন না , তেমনি কোন অঞ্চল স্পর্শকাতর কোথায় অতীতে ভোটে গণ্ডগোল হয়েছে, তাও জানেন না। সুতরাং এই কেন্দ্রীয় ফোর্সকে কাজের দিশা' ঠিক করতে রাজ্য পুলিশের ওপর নির্ভর করতেই হবে। আর এখানেই বিরোধীদের আপত্তি। তাদের অভিযোগ, যেসব অঞ্চল স্পর্শকাতর, সমাজবিরোধীদের তাণ্ডব বেশি, সেখানেই জওয়ানদের নিয়ে যাওয়া হল না, যেখানে স্বাভাবিক ভোট হয়, সেখানে তাদের রুটমার্চ। তাতে ফল কি মিলবে?

অভিযোগটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া না গেল্যে সত্য তো কিছুটা আছেই। সুতরাং জওয়ানদের আগাম আগমন এবং রুটমার্চ দেখে পুলকিত হওয়ার তেমন কিছু নেই। কারণ অতীতের বেশ কিছু নির্বাচনে জওয়ানদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই ভোটে অসান্তি হয়েছে প্রাণ গেছে। তাহলে উপায়? বিরোধীরা বলছেন, কেন্দ্রে যেসব পুলিশ পর্যবেক্ষক আসছেন, যাঁদের ভাষা নিয়ে সমস্যা নেই, তাঁদের তত্ত্বাবধানের যদি ভোটের দিন কেন্দ্রীয় ফোর্স মোতায়েন হয় তাহলে কিছুটা ফল মিলতে পারে।

রাজ্যের সিই ও সম্প্রতি বলেছেন, স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা কমেছে। বিরোধীরা বলছেন ওই হিসেবটা তাকে কে দিল কী করে পেলেন? সিপিএম, বিজেপি সহ সব বিরোধী দলই যেখানে সব বুথই স্পর্শকাতর বলে প্রত্যেকটিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন। সেখানে স্পর্শকাতরহীন বুথে নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় ফোর্স থাকবে না। আর যেখানে তারা থাকবে না, সেখানেই অরাজকতা হওয়ার বেশি সম্ভাবনা । সিইও বলেছেন, সব বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে এমনটা ঠিক হয়নি। সসস্ত্র ফোর্সই থাকবে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের হতে পারে অথবা রাজ্য সরকারের। এটা যদি হয়, তাহলে বিরোধীদের মতে সুষ্ঠু নিষ্কন্টক ভোটের পথে বাধা হতে পারে। কারণ রাজ্যের সশস্ত্র ফোর্স চোখ বুজে থাকলেই ভোটে অসাধুতা হবে। বিরোধীদের সব কথা বা দাবি নির্বাচন কমিশনকে মানতে হবে---এমন নয়। আবার বিরোধীদের দাবিকে নস্যাৎ করাওঔ যুক্তিযুক্ত নয়। অর্থাৎ অবাধ ভোটের স্বার্থে যা যা করা দরকার নির্বাচন কমিশনকে তাই করতে হবে।

তবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন শান্তিপূর্ণ ভোটের তা কিছুটা বোঝা যায় যখন পশ্চিমবঙ্গে সাত দফার ভোট করার সিদ্ধান্ত তিনি জারি করলেন। এই রাজ্য সহ আরও দুটি রাজ্যে ---বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সাত দফায় ভোট। এতে বিরোধীরা মোটামুটি খুশি হলেও শাসক দল খুব খুশি হতে পারেনি। এই সাত দফায় ভোট অতীতে পশ্চিমবঙ্গে হয়নি। তবে এই এতগুলি দফায় ভোটের প্রধান সুবিধে হল, কেন্দ্রীয় ফোর্সের মুভমেন্ট স্বাভাবিকপর্যায়ে করা যাবে। ফোর্সের জোগান নিয়েও কোনও অসুবিধে হবে না। দুই অথবা তিন দফার ভোট হলে এই অসুবিধে দেকা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

এই যেমন এ রাজ্যে ১১ এপ্রিল দেশের ভোটের প্রথম দিন, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভোট। এই ভোট কেমন হয় কোথাও কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি হয় কিনা তা নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসন একটা শিক্ষা নিতে পারবে। তারপরের ভোট পাঁচটি কেন্দ্রে ঠিক, এক সপ্তাহ অন্তর, ১৮ এপ্রিল। সুতরাং কেন্দ্রীয় ফোর্সেরপ মোতায়েন নিয়ে কোনও অসুবিধে না হওয়ারই কথা আলিপুরদুয়ার ও কোচিবিহারের ভোট নিয়ে কিছুটা হলেও বোঝা যাবে, ভোট কেমন হবে? যদিও এই দুটি কেন্দ্রে ভোট নিয়ে অতীতে তেমন কোনও বড় ধরনের অশান্তির খবর নেই।

তবে ভোটের আদর্শআচরণ বিধি লঙ্ঘনের যে বিরাট সংখ্যায় অভিযোগ জমা পড়েছে এবং যেভাবে তার সুরাহা করা হচ্ছে তা নিয়ে খুশি নন বোরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ অভিযোগের গবীরে যাওয়া হচ্ছে না। তাঁরা বলেন, শাসক দলরে কোনও কোনও নেতা এমন সব কথা বলছেন তা শালীনতা বিরোধী। রাজনীতিতে সৌজন্যবোধ বলে একটা জিনিস আছে তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আবার শাসক দল বলছে, বিরোধীরা রণে ভঙ্গ দেওয়ার আগে অনেক কিছুই বলে থাকেন, এখন তাই বলছেন,। পায়ের নীচে মাটি নরম হলে বসে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিয়ে এত যে কথা তে যে ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের তবুও ইভিএমের স্বচ্ছতা নিয়ে বিরোধীদের মনের খচখচানি কিছুতেই যাচ্ছে না। বোটে হারলেই এই মেশিনকে সরাসরি বিরোধীরা দায়ী করবেন, তা নিয়ে কমিশনও সচেতন।

তাই নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে কমিসন প্রমাণ করে দিয়েছে, এই মেশিন ভোট হলে কারচুপি সম্ভব নয়। তুবও বিরোধীরা আশ্বস্ত হতে পারছেন না। তার অবশও কারণও আছে, এখন পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই ব্যালটে ভোট হয, ইভিএমে নয়। কারণ এর স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দিহান। এমনকী পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে যে সাধারণ নির্বাচন সম্প্রতি হয়ে গেল, সেখানেও পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি কেন্দ্রে এই মেশিন ব্যবহার ছাড়া সর্বত্র ভোট হয়েছে ব্যালটে। বিরোদীরাও ব্যালটে ভোট নিয়ে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেনি।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান

বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায়। ছবি- নিজস্ব।

পর্যালোচনা দমদম লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূল প্রার্থীর হ্যাটট্রিক হতে পারে, তবে ক্ষোভ বিস্তর

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): খড়দহ, দমদম উত্তর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, দমদম এবং রাজারহাট গোপালপুর এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে দমদম লোকসভা কেন্দ্র। এই লোকসভা কেন্দ্র তৈরি হয় ১৯৭৭ সালে। নানা কারণে এই কেন্দ্রের ভোটের ফলের দিকে আমজনতার অনেকের বিশেষ নজর থাকে। এবার তৃণমূল প্রার্থী জিতে লোকসভায় হ্যাটট্রিক করতে পারবেন কিনা, সেটা হয়ে উঠেছে মূল্যবান প্রশ্ন।

প্রথম বার অর্থাৎ '৭৭-এর লোকসভা ভোটে ভারতীয় লোক দলের অশোক কৃষ্ণ দত্ত দমদম কেন্দ্রে পরাজিত করেন সিপিআইয়ের ডাকসাইটে নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে। ১৯৮০-তে আসনটি যায় সিপিএমের ঝুলিতে। ১৯৮৪-তে সিপিএম লোকসভা ভোটে সিপিএমকে হারিয়ে দেয় কংগ্রেস। ১৯৮৮- তে আবার সিপিএম কংগ্রেসকে হারিয়ে দেয়। '৯১ ও '৯৬-তে আসনটি ধরে রাখে বামেরা। ১৯৯৮-তে তা হাতছাড়া হয়। সে বার জেতেন বিজেপি-র তপন সিকদার। এর নেপথ্যে অবশ্য সিপিএমের অন্তর্কলহ ও অন্তর্ঘাতের অভিযোগ ওঠে। ১৯৯৯-তেও জেতেন তিনি। ২০০৪ সালে তিনি পরাজিত হন সিপিএমের অমিতাভ নন্দীর কাছে।

২০০৯-এ এই কেন্দ্রে ভোট পড়ে ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৮৪। মোট ভোটারের ৮০.৪৯ শতাংশ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর আগের বারের সাংসদ অমিতাভ নন্দী কে হারিয়ে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায়। দুজন ভোট পান যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫১৩ এবং ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৮৮। অনেক ব্যবধানে তৃতীয় স্থানে নেমে যান বিজেপির তপন সিকদার। ওঁদের তিনজনের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ ছিল যথাক্রমে ৪৪.৯৪, ৪৭.০৪ এবং ৫.৭০।

২০১৪-তে এই লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পড়ে ১১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৪৪। প্রদত্ত ভোটের ৪২.৬৯ শতাংশ পেয়ে পুনঃনির্বাচিত হন সৌগতবাবু। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। তাঁর ঝুলিতে পড়ে প্রদত্ত ভোটের ২৮৯৯ শতাংশ। ওদের দুজন পান যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৪৪ এবং ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৩১০। বিজেপির ভোট আগের বারের চেয়ে অনেকটা বেড়ে হয় ২২.৫০ শতাংশ।

আপাতদৃষ্টিতে দমদমের লোকসভা নির্বাচনে অনেকের মতে প্রথম রাউন্ডে অনেকটাই এগিয়ে আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত বসু। পাঁচ বছরে সংসদ অধিবেশন হয়েছে ৩১২ দিন। তার মধ্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন ২৮২ দিন। প্রশ্ন করেছেন ৫৭২টি। দলনেত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলা বা নেত্রীর আশপাশে ঘুরঘুর করা ইমেজটা তাঁর মধ্যে পড়েনি। এলাকায় কাজের লোক হিসাবে তাঁর একটা স্বতন্ত্র পরিচিতি রয়েছে। এগুলি অবশ্যই তাঁর প্লাস পয়েন্ট। তিনি জানান, "তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া এলাকার এত উন্নয়ন আর কোনও দল কখনও করেনি। করা সম্ভব নয়। এটা আমার কৃতিত্ব নয়। দলের সামগ্রিক প্রয়াস। এলাকায় যত্রতত্র জল জমে থাকার দৃশ্য এখন আর পাওয়া যায় না। পানীয় জলের যোগান অনেক বেড়েছে। রাস্তাঘাটের মানোন্নয়ন হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লড়াইয়ের ময়দানে আছেন সিপিএমের শ্রমিকনেতা ৬৬ বছরের নেপালদেব ভট্টাচার্য এবং বিজেপির শমীক ঘোষ। তাঁরা সৌগতবাবুর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন নি। তাঁদের বক্তব্য, এলাকায় আদতেই উন্নয়ন হয়নি। মতিঝি অ্যাবিনিউয়ের শ্রীধর মিত্র জানান, এলাকায় আগে অনেক কারখানা ছিল। প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এগুলি খোলার ব্যাপারে কখনও সাংসদ কোনও ভূমিকা নেননি। বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে গিয়েছে দমদম। এখনও সংখ্যালঘুরা আসছে ওপার বাংলা থেকে। সাংসদ এবং শাসক দল এটা নিয়ন্ত্রণ তো করছেনই না। উল্টে মদত দিচ্ছেন। বিষয়টা মানুষ ভালভাবে নিচ্ছে না।"

দমদম মল রোডের প্রবীন বাসিন্দা স্থানীয় পুরসভার প্রাক্তন কর্মী তথা সাংবাদিক প্রণব লাহিড়ি তৃণমূল প্রার্থী অর্থাৎ সাংসদের পুনরায় জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত। প্রণববাবুর মতে, "এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্পে ওঁকে নিয়মিত পাওয়া যায়। তবে, অনুযোগও আছে অনেকের। গত প্রায় ১০ বছর ধরে স্থানীয় গ্রন্থাগারের মানোন্নয়নের জন্য নানা সময়ে ওনার কাছে সাংসদ তহবিলের সহযোগিতা চেয়েছি। পাইনি। উনি আমাদের বলেছেন, আপনাদের তো দলের মিছিলে দেখি না!"

প্রণববাবুর বন্ধু স্থানীয় ভোটদাতা অরবিন্দ দুবে এই প্রতিবেদককে বলেন, "এলাকায় মশার প্রবল উৎপাত। এ কারণে বাগজোলা খাল ও দমদম ক্যানেল নিয়মিত সংস্কার করা দরকার। এর জন্য সাংসদ তহবিলের অর্থ বরাদ্দ ও তাঁর ব্যক্তিগত সদিচ্ছা খুব জরুরি। দীর্ঘকাল আগে ক্লাইভ হাউসের মত প্রথম সারির ঐতিহ্যভবন সংরক্ষণে অর্থ বরাদ্দ করেছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। কাজটা ভালভাবে হচ্ছে না। এ ব্যাপারেও সাংসদের কোনও হেলদোল নেই।" এই চাপানউতোরের মধ্যেই দিন গুনছেন সবাই। ১৯ মে আসছে সেই দিন। বাড়ছে উত্তেজনার পারদ।

বিএইচইউ ক্যাম্পাসে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন ছাত্র : প্রধান প্রক্টর-সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআব

বারাণসী, ৩ এপ্রিল (হি.স.): বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইচইউ)-এর ক্যাম্পাসে ছাত্র খুনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রক্টর-সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল পুলিশউ পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ জন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছেউ এখানেই শেষ নয়, মঙ্গলবার সন্ধ্যার ঘটনার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছেউ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিড়লা হোস্টেলের সামনেই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হন এমসিএ-র ছাত্র গৌরব সিংউ রক্তাক্ত ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় গৌরবকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী বিএইচইউ-র ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়উ আইসিইউ-তে চিকিতা চলাকালীন মঙ্গলবার গভীর রাতে গৌরবের মৃত্যু হয়েছেউ হাসপাতাল সূত্রের খবর, গৌরবের পেটে গুলি লাগায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়উ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ওই ছাত্রকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গৌরব সিং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হোস্টেলে থাকতেউ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিড়লা হোস্টেলের বাইরে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিল সেউ আচমকাই মোটরবাইকে করে এসে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা গৌরবকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়উ পেটে গুলি লাগায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে সেউ তড়িঘড়ি গৌরবকে উদ্ধার করে বিএইচইউ-র ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়উ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার গভীর রাতে গৌরবের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই এই ঘটনাউ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় বিএইচইউ-র ৪ জন ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশউ বারাণসী ক্যান্টনমেন্টের সার্কেল অফিসার অনিল কুমার সিং জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ৪ জনকে আটক করা হয়েছেউ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই এই হামলাউ' এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রক্টর (কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত আধিকারিক) রোয়ানা সিং-সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআই রুজু করা হয়েছেউ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে ৪ জনকে।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার, উধ্বমুখী নিফটি

মুম্বই, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : চিনের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যিক সমঝোতার সম্ভাবনা দেখা দিতেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক বাজার। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তেজি ভাব দেখা যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারেও। বুধবার ২০০ পয়েন্ট উঠে বিএসই সেনসেক্স থিতু হয়েছে ৩৯,২৬৬ তে। নিফটি সূচকও উঠেছে ১১,৭৬১ তে। গত বছর অগাস্ট মাসে নিফটি সূচক রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। এদিন সূচক সেই রেকর্ডও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এদিন টাটা মোটরস, টাটা স্টিল, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, মারুতি সুজকি এবং এইচডিএফসি শেয়ারের দাম বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। গত দু'মাস ধরেই বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ভারতের ইকুইটি বাজারে শেয়ার কেনায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা গত ফেব্রুয়ারিতেই শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেছেন ১৭,২২০ কোটি টাকা।

বিনিয়োগকারীদের ধারণা, আগামী লোকসভা ভোটে জয়ী হবে বিজেপি। ফের প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রে স্থিতিশীল সরকার তৈরি হবে। এর ফলে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে তাদের। চাঙ্গা হয়েছে বাজার। বিনিয়োগকারীদের ধারণা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমাবে। তার ফলেও তেজি ভাব দেখা দিয়েছে বাজারে। আগামী কয়েক দিনেও শেয়ার সূচকের উর্দ্ধগতি বজায় থাকবে বলে আশা করছেন পর্যবেক্ষকরা।

জমি বন্টন ও দুর্নীতি মামলা : বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিলেন ভূপিন্দর সিং হুডা

পাঁচকুলা (হরিয়ানা), ৩ এপ্রিল (হি.স.): অ্যাসোসিয়েটড জার্নাল লিমিটেড (এজেএল) জমি বন্টন কেলেঙ্কারি এবং মানেসার জমি দুর্নীতি মামলায় হরিয়ানার পাঁচকুলায় বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডাউ বুধবার সকালেই বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিয়েছেন ভূপিন্দর সিং হুডা।

হরিয়ানার ততালীন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডার বিরুংদ্ধে অভিযোগ, ২০০৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালকে কয়েক কোটি টাকার একটি জমি মাত্র ৫৯ লক্ষ টাকায় বেআইনি ভাবে পুনর্বণ্টন করেন তিনিউ সেই সময় হরিয়ানা নগরোন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানও ছিলেন হুডাউ সরকারি কোষাগারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি করে ওই জমি দান করা হয় বলেও অভিযোগউ পর্ষদের আধকারিকরা নিষেধ করলেও হুডা সেই সময় তাতে আমল দেননি বলেও অভিযোগ ওঠেউ ভূপিন্দর সিং হুডার অধীনে থাকা হরিয়ানার নগরোন্নয়ন দফতর কীভাবে অ্যাসোসিয়েটড জার্নালকে জমি হস্তান্তর করল, সে বিষয়ে ২০১৬ সালে প্রথম এই মামলায় তদন্ত শুরু করে হরিয়ানার ভিজিল্যান্স ব্যুরোউ এরপর ভিজিল্যান্স ব্যুরো কাছ থেকে জমি হস্তান্তরের তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে চলে যায়উ ২০১৬ সালে এফআইআর দায়ের করে সিবিআইউ হুডার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়উ সেই মামলাতেই বুধবার বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিয়েছেন ভূপিন্দর সিং হুডা।

সিবিআই-এর বক্তব্য, হরিয়ানার পাঁচকুলায় ২০০৫ সালে এই জমির রি-অ্যালোটমেন্ট করা বেআইনি ছিলউ যদিও, এই জমি অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালকে প্রথম দেওয়া হয় ১৯৮২ সালেউ কিন্তু, জমি দানের শর্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন কোনও নির্মাণ কাজ না হওয়ার কারণে ১৯৯৬ সালে সেই জমি অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়উ পরবর্তী সময়ে হুডার হাত ধরে সেই জমি আবার ফিরে পায় অ্যাসোসিয়েটড জার্নালউ পাশাপাশি মানেসার জমি দুর্নীতি মামলায়ও অভিযুক্ত হুডা।

উন্নয়নের স্পিডব্রেকার হচ্ছেন দিদি, শিলিগুড়ির জনসভা থেকে তীব্র আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টিউ পশ্চিমবঙ্গ থেকে যত বেশি সম্ভব আসন নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া গেরুয়া শিবিরউ আর সেই লক্ষ্যে ৰুধবার, লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট শুরু হওয়ার মাত্র ছ'দিন আগেই বঙ্গে দু'টি জনসভা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ শিলিগুড়ির জনসভা অবশ্য ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে, এবার কলকাতার গ্রিরেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা শুরু হওয়ার অপেক্ষাউ উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশে জনসভা শেষে বুধবার দুপুর একটা নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে কাওয়াখালিতে নির্বাচনী জনসভায় রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রত্যাশামতোই সকাল থেকে অগণিত সমর্থক হাজির ছিলেন জনসভায়উ সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ কটাক্ষের সুরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ছোটবেলা থেকে শুনছি যা বাংলা বলে তাকে গোটা দেশ অনুসরণ করে, আজও বাংলা যা করছে গোটা দেশ সে ভাবেই চলবেউ' মমতাকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মমতার নৌকা এবার ডুবতে চলেছেউ যে গতিতে দেশের অন্য রাজ্যে কাজ করেছি, এ রাজ্যে সেই গতিতে কাজ হয়নিউ' সভামঞ্চ থেকে জনতার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, কারণ আপনারা জানেন? এরপর জনতার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এক স্পিডব্রেকার আছেউ এখানকার লোক তাকে দিদি বলে জানেনউ আপনাদের উন্নয়নের স্পিডব্রেকার হচ্ছেন দিদি।

...দিদির সরকার গরিবদের লুঠ করেছেউ বাংলার সব প্রয়োজন আমি বুঝিউ এবার স্পিডব্রেকার সরার অপেক্ষা আছিউ দিদি ৭০ লাখের বেশি কৃষক পরিবারের উন্নয়নে ব্রেক লাগিয়ে দিয়েছেনউ কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ঢুকে যায়উ কিন্তু, দিদি স্পিড ব্রেকারউ তিনি উন্নয়নে ব্রেক লাগিয়ে দিয়েছেনউ' শিলিগুড়ির জনসভা থেকে একযোগে তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেসকে তুলোধনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল ভুলে যাচ্ছে যে ওদের মোকাবিলা এক চৌকিদারের সঙ্গে।

উত্তরপ্রদেশে গ্রেফতার দুই অস্ত্র সরবরাহকারী, উদ্ধার প্রচুর অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র

মুজফরনগর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশের মিরানপুর শহর থেকে দুই অস্ত্র সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র। বুধবার এব্যাপারে পুলিশ জানিয়েছে, নির্বাচনী কর্মসূচির অংশ হিসেবে পুলিশের তল্লাশি অভিযান চলাকালীন ওই দুই সন্দেহভাজন অস্ত্র সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্তও করেছে পুলিশ।

এদিন সকালে মিরানপুর শহরে সিনিয়র পুলিশ সুপার সুধীর কুমার জানিয়েছেন, ড্র'নির্বাচনের আগে পুলিশের বিশেষ কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্টেশন হাউস অফিসার পঙ্কজ ত্যাগীর নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তল্লাশি অভিযান চালায়। শহর জুড়ে এই অভিযান চলাকালীন মঙ্গলবার গভীর রাতে মিরানপুর শহরের কাছে দিলশাদ এবং সানেওয়ার নামে দুই সন্দেহভাজন অস্ত্র সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের ওই দল।ড্র' অস্ত্র সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ৯টি মাসকেট বন্দুক, ৫টি পিস্তল এবং প্রচুর পরিমাণে কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন সিনিয়র পুলিশ সুপার সুধীর কুমার। এদিন ধৃতদের দফায় দফায় জেরা করার পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে দুটি ভুয়ো পরিচয়পত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

কংগ্রেসের ইস্তেহার সন্ত্রাসবাদীদের কাজে লাগবে আফস্পা প্রসঙ্গে রাহুলকে ঠেস নির্মালার

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে আফস্পা শিথিল করার প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রাখল বিজেপি। এই ইস্তেহার সন্ত্রাসবাদীদের কাজে লাগবে। কিন্তু সেনাবাহিনীর মনোবলের সঙ্গে তা মিলবে না বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী নির্মালা সীতারমণ।

বুধবার রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্মালা সীতারমণ বলেন, কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উপত্যকায় জেলাশাসকদের ক্ষমতা শিথিল করে দেওয়া হবে। এর ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে প্রশাসন, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতির ফলে স্বস্তি পাবে সন্ত্রাসবাদীরা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, আফস্পা প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই আফস্পা প্রত্যাহার করতে হয়। এর প্রয়োগ অসম, ত্রিপুরা এবং অরুণাচলপ্রদেশে করা হয়েছে।

দেশবিরোধী শক্তির কাছে কংগ্রেস মাথা নুইয়েছে বলে দাবি করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আফস্পা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। অভ্যন্তরীণ এবং সীমান্তে নিরাপত্তা নীতির উপর এর প্রভাব পড়বে। নিরাপত্তা বাহিনীকে দুর্বল করার জন্য কংগ্রেস কাজ করে চলেছে।

মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। সেই ইস্তেহারে কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয় যে আফস্পা আইনের কয়েকটি ধারা শিথিল করা হবে। নিরাপত্তা বাহিনী এবং জনগণের অধিকারের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা হবে। আফস্পা আইনের কয়েকটি দিক শিথিল করার প্রসঙ্গে মঙ্গলবার রাহুল গান্ধীর নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

রাজস্থানে বায়ুসেনা স্টেশনের কাছে তাজা মর্টার বোমা উদ্ধার, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী

জয়পুর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): তাজা মর্টার বোমা উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল রাজস্থানের নাল-বিকানের বায়ুসেনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়উ বুধবার সকালে নাল-বিকানের বায়ুসেনার স্টেশনের কাছে গঙ্গানগর বাইপাস রোডের উপর একটি তাজা মর্টার বোমা পড়ে থাকতে দেখা যায়উ ততণাতখবর দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর বম্ব স্কোয়াডকেউ খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে আসেন ভারতীয় বায়ুসেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাওউ আপাতত মর্টার বোমাটি পরীক্ষা করে দেখছে সেনবাহিনীর বম্ব স্কোয়াড।

বিকানের-এর পুলিশ সুপার (এসপি) প্রদীপ শর্মা জানিয়েছেন, বুধবার সকালে গঙ্গানগর বাইপাস রোডের উপর একটি গোলাবরুদের বক্স পড়ে থাকতে দেখা যায়উ সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীকে খবর দেওয়া হয়উ তাঁরা জানিয়েছে, এটি মর্টার বোমাউ সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড ওই মর্টার বোমাটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেউ তদন্ত শুরু হয়েছেউ কোথা থেকে এল ওই তাজা মর্টার বোমাটি, তা ভাবিয়ে তুলছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে।

সর্বভারতীয় পিপলস্ কংগ্রেস মনোনিত প্রার্থী প্রদীপ চক্রবর্তী বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকাজ নিয়ে আলোচনা করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জেনে রাখুন শীতেল সবজি নিয়ে ১৫টি দারুণ টিপস

শীতকাল মানেই বাজারের নানাধরনের সবজির মেলা। আর শীতের সবজিগুলোতে আছে অনেক পুষ্টি আর খেত্যে খুব সুস্বাদু। শীতের সময় প্রায় প্রতিদিন বাজারে গিয়ে সবজি কেনাটা ঝামেলা, তাই অনেকেই আছেন এক সাথে অনেক সবজি কিনে ফ্রিজে রেখে দেন। কিন্তু ৪-৫ দিন পর দেখা যায় সবজি গুলো আগের মতো আর তাজা থাকেন। কিভাবে দীর্ঘদিন তাজা রাখবেন শীতের সবজি? কিভাবে দূর করবেন মূলা বা বাঁধাকপির বোটকা গন্ধ কিংবা কিভাবে রান্নার পরেও অটুট রাখবেন সবজির সুন্দর রঙ? এমনই প্রশ্নের জবা দিতে রইলো ১৫টি দারুণ টিপস, যা হয়তো আপনি আগে জানতেন না। বাঁধাকপি রান্না করার সময় প্রায়ই একধরনের গন্ধ বের হয়। সে ক্ষেত্রে বাঁধাকপি রান্না করার সময় জলে অল্প লবণ দিয়ে বাঁধাকপি ভাপিয়ে নিন। যে পাত্রে রান্না করবেন, সেটা ঢাকবেননা। দেখবেন গন্ধ বের হয়। সে ক্ষেত্রে বাঁধাকপি রান্না করার সময় জলে অল্প লবণ দিয়ে বাঁধাকফি ভাপিয়ে নিন। যে পাত্রে রান্না করবেন, সেটা ঢাকবেন না। দেখবেন গন্ধ চলে যাবে। বাঁধাকপি ও ফুলকপির সতেজভাব বজায় রাখার জন্য রান্নার সময় এক চা চামচ লেবুর রস মেশান। দেখবেন সবজির সুন্দর সাদা রঙ বজায় থাকবে। বাঁধাকপি ও ফুলকপির সতেজ ভাব বজায় রাখার জন্য রান্নার সময় এক চা চামচ লেবুর রস মেশান। দেখবেন সবজির সুন্দর সাদা রঙ বজায় থাকবে। গোটা ফুলকপি রান্না করার সময় অর্ধেক লেবু ফুলকপির ওপরের অংশে ঘষে নিন। কপির মাঝের অংশ কোনাকুনি কেটে দিন, সহজে সিদ্ধ হবে। শশা কাটার ১ ঘন্টা আগে লবণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। সালাদ ড্রেসিং সহজে শশার মধ্যে প্রবেশ করবে। রসুনের কোয়ার ওপর সামান্য তেলঘষে রোদে শুকনো করে নিন। সহজে রসুনের খোসা ছাড়িয়ে নিতে পারবেন। কাঁচামরিচের বোঁটা ছাড়িয়ে নিয়ে মাঝখানে চিড়ে রাখুন। তারপর এতে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে স্টোর করুন। বেশিদিন তাজা থাকবে। লেবু বেশিদিন তাজা রাখতে চাইলে লবণের কৌটার মধ্যে রাখুন। মূলা রান্না করার আগে পাতলা করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। গন্ধ কমে যাবে। আলু বেশিদিন ভালো রাখার জন্য আলুর সাথে ব্যাগে ভরে একটি আপেল রাখুন। আলু সহজে পচে যাবেন। টম্যাটো ফ্রিজে পলিথিনে স্টোর করবেন না, বাহিরে পলিথিনে রাখতে পারেন। ভালো থাকবে। কাঁচামরিচের বোটা ছাড়িয়ে ফ্রিজে রাখুন ও আদাও ফ্রিজে রাখুন বেশিদিন। ভালো থাকবে। ফুলকপি ছোট ছোট করে কেটে এয়ারটাইট প্যাকে ভরে ফ্রিজে রাখতে পারেন। ক্যাপসিকাম অর্ধেক কেটে ফেলে রাখবেন না। তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গাজর — ফ্রিজের বাইরে বেশিদিন ফেলে রাখবেন। লেটুস পাতার তাজা ভাব বজায় রাখার জন্য লেটুস পাতা ধোয়ার সময় জলে সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে নিন লেটুস পাতা তাজা থাকবে।

জেনে নিন মরিচের ঝালের ৫টি অজানা উপকারিতা

খেতে বসে খাবারের সাথে একটি মরিচ না নিলে অনেকের খাওয়াই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। খাবারে ঝালের মাত্রা বেশি হলে খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। ঝাল প্রেমী— সবারই অভিমত খাবারে একটু আধটু ঝাল না থাকলে কিছু খাবারের স্বাদই নাকি বোঝা যায় না। এমনকি যারা ঝাল পছন্দ করেন না, তারাও ফুচকা কিংবা চটপটিতে ঝাল খেতে পছন্দ করেন, বাইরে কোথাও খেতে গেলে মুরগির ঝাল ফ্রাই খুঁজেন। সত্যিই কিছু কিছু খাবারের স্বাদই ঝালের মাত্রায়। কিছু দিন আগেও গবেষকরা ঝালের বিরোধিতা করে বলেছেন, ঝাল খাবার স্বাস্থ্যের উপকারিতাও আছে। ক্যান্সার প্রতিরোধ করে— শুনে অবাক হলেও সত্যি যে মরিচের রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষমতা। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে মরিচ ক্যাপ্সাইসিন নামক একটি যৌগে সমৃদ্ধ। ক্যাপ্সাইসিন এমন একটি যৌগ যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম। যত বেশি পরিমাণে এই যৌগটি দেহে জমা থাকবে ক্যান্সারের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে বাঁচবে। হার্টের সমস্যার সমাধান--- মরিচের ঝাল কার্ডিওভাস্কুলার রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঁঝুকি কমায়। মরিচে বিদ্যমান ক্যাপ্সাইসিন শরীরে এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। এলডিএল কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেইন স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ। পরিমিত পরিমাণে মরিচের ঝাল দেহে এলডিএল কোলেস্টেরলরে মাত্রা কমিয়ে দিয়ে এসব রোগের হাত থেকে হার্টকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। ব্লাড প্রেসার কমাতে সাহায্য করে--- আশ্চর্যজনকভাবে হলেও সত্যি যে ঝাল খাবার উচ্চ রক্তচাপ আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ভালো। মরিচের ক্যাপ্সাইসিন যৌগটির আরো একটি গুণ হল এটি হাইপারটেনশন দূর করে। ফলশ্রুতিতে ব্লাড প্রেসার কমে। সম্প্রতি চীনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যাদের দেহে মরিচের ক্যাপ্সাইসিন এর প্রভাব রয়েছে তারা অন্যান্যদের তুলনায় কম হাইপারটেনশন ভোগেন। যেসব খাবার উচ্চ রক্তচাপের জন্য ক্ষতিকর সেসব খাবার বাদ দিয়ে অন্যান্য খাবার ঝালের মাত্রা একটু বাড়িয়ে অনায়াসে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। ওজন কমাতে সাহায্য করে— মরিচের ঝাল ওজন কমানোতে সহায়তা করে। ক্যাপ্সাইসিন নামক যে যৌগটি মরিচের ঝালের জন্য দায়ী সে যৌগটিই ওজন কমানোতে সাহায্য করে। গবেষণা দেখা যায় ঝাল খাদ্য গ্রহণের সময় ও গ্রহণের পর ক্যাপ্সাইসিন শরীরে একটি প্রভাব ফেলে, যাকে থারমোজেনিক প্রভাব বলে। এই থারমোজেনিক প্রভাব দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে ততক্ষণে পর্যন্ত শরীরের চর্বি ক্ষয় হতে থাকে। সুতরাং আপনি ততক্ষণ ঝাল খাবার খাবেন ও এই ঝালের প্রভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপনি বিনা পরিশ্রমে ক্যালোরি ক্ষয় করে ওজন কমাতে পারেন। রাগের মাত্রা কম--- রাগ উঠেছে চট করে একটি মরিচ খেয়ে ফেলুন। এতে রাগের মাত্রা কমে যাবে। রাগ কমানোর ভালো পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঝাল খাওয়া। গবেষকদের মতে মরিচের ঝাল খাওয়ার সময় আমাদের মস্তিস্কে সেরোটোনিন উৎপন্ন হয়। সেরোটোনিন নামক এই হরমোনটি মন ভালো থাকার সময় আমাদের মস্তিস্কে নিঃসরণ হয়। তো পরবর্তীতে রাগ উঠলে প্রথমেই ঝাল কিছু খেয়ে রাগ কমিয়ে নিন। শুধুমাত্র রাগের মাত্রা কমানোই নয় বিষন্নতা রোগেরও ভালো একটি ওষুধ ঝাল খাবার।

যেসব কারণে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে আপনার লিভারের

লিভার আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত জরুরি অঙ্গ। শরীরের কার্যপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখার জন্য, খাবার হজম এবং রক্তের বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান পরিশোধন করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সাধারণত লিভার করে থাকে। আর তাই শরীরের এই বিশেষ অঙ্গের দরকার বিশেষ যত্ন। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদেরই কিছু ভুলের কারণে ক্ষতি হচ্ছে আমাদের লিভারের। জেনে নিন কিছু অভ্যাস সম্পর্কে যেগুলো আপনার লিভারের ক্ষতি করছে প্রতিনিয়ত। সকালে ঘুম থেকে উঠে মূত্রত্যাগ না করা অনেকেই সকালের ঘুম নষ্ট হওয়ার ভয়ে মূত্রচাপ থাকলেও সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মূত্রত্যাগ করে না। আবার অনেকেই রাতের বেলা এতো কম জল খান যে সকালে মূত্র চাপ থাকে না। সকালে একবারও মূত্রত্যাগ না করেই খাবার খেয়ে নেন। সকালে মূত্রত্যাগ না করার অভ্যাসের কারণে লিভারের ক্ষতি করে। ধূমপান/মদ্যপান--- যারা অতিরিক্ত ধূমপান করেন তাদের লিভারের সমস্যা দেখা দেয় যা খুব দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় মানুষকে। তাই লিভারকে সুস্থ রাখতে চাইলে ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করাই ভালো। অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার — যাদের অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ার অভ্যাস আছে তাদের লিভারে বেশ দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে কোমল পানীয়ের প্রতি যারা মাত্রাতিরিক্ত দুর্বল তাদের লিভার বেশ দ্রুত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই লিভার ভালো রাখতে চাইলে মিষ্টি জাতীয় খাবার কম খাওয়াই ভালো। ঘুমে ব্যাঘাত—ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে পুরো শরীরেই পরে বিরূপ প্রভাব। আর এই বিরূপ প্রভাব থেকে লিভারও রক্ষা পায় না। তাই লিভার ভালো রাখতে চাইলে পরিমিত ঘুম প্রয়োজন। ওষুধের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল অনেকেও ওষুধের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা লিভারের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সকালের খাবার না খাওয়া— খাবারের অনিয়মের কারণে লিভারের ক্ষতি হয়। সকালের খাবার না খাওয়া, খুব বেশি পরিমাণে খাওয়া, অতিরিক্ত তেলযুক্ত খাবার খাওয়া, কৃত্রিম রং, প্রিজারভেটিভ যুক্ত খাবার খাওয়া ইত্যাদি অভ্যাসের কারণেও দ্রুত লিভারে সমস্যা দেখা দেয়।

বজায় রাখুন হরমোনের ভারসাম্য ব্যালান্স করুন জীবন

হরমোনের ভারসাম্যহীনভাবে কারণে আমাদের দেহের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অল্পতেই অনেক রোগ ব্যাধি বা বাসা বাঁধে শরীরে। মুখেও শরীরে ব্রন ওঠা হরমোনের ভারসাম্যহীনতার প্রথম ওপ্রধান লক্ষণ। চুল অতিরিক্ত পরিমাণে পড়া, মুটিয়ে যাওয়া, শারীরিক গঠনে সমস্যা হওয়া, হরমোনের ভারসাম্যহীনতার সমস্যা। এছাড়াও হরমোনের সমস্যাজনিত অনেক রোগে ভুগে থাকেন অনেকেই। অনেককে এই ভারসাম্যহীনতার জন্য খেতে হয় ওষুধ। কিন্তু ডাক্তারদের মতে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধঅনেক বেশি কার্যকরী। তাই আজকেআপনাদের জন্য রইল দেহে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কিছু সহজ উপায়।

এড়িয়ে চলুন হাই ওমেগা-৬ পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট— হরমোনের মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হাই ওমেগা-৬ পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। সয়াবিন তেল, বাদাম তেল ওভেজিটেবল তেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে হাই ওমেগা-৬ পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এগুলো এড়িয়ে চলুন। এর পরিবর্তে মাছের তেল খাওয়া শুরু করুন। মাছের তেলে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড যা শরীরের জন্য অনেক ভালো।

ক্যাফেইন খাওয়ার মাত্রা কমান---

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যাফেইন অনেক উপকারী হলেও হরমোনের অনেক সমস্যার জন্য দায়ী এই ক্যাফেইন। হরমোনের ভারসাম্যের জন্য কফি বা চকলেট খাওয়া কমান। এর পরিবর্তে গ্রিনটি খাবার অভ্যাস করুন।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান— ঘুমের কম বেশির কারণে দেহের হরমোনের মাত্রা ভারসাম্যহীন থাকে। খুব বেশি ঘুম যেমন দেহের হরমোনের জন্য খারাপ তেমনি কম ঘুমও খারাপ। ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইলে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমের প্রয়োজনথ।

ব্যায়াম করুন অল্প—

আপনি যদি হরমোনের সমস্যায় ভুগেন এবং তখন বেশি মাত্রায় ব্যায়াম করা শুরু করেন তবে আপনার সমস্যা অনেক বেশি বেড়ে যাবে। কারণ অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে হরমোনের মাত্রা কমতে শুরু করে। যা পরবর্তীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

পেটে গ্যাসের বিব্রতকর সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে কিছু সমাধান

পেটে গ্যাসের সমস্যায় যারা ভুগে থাকেন তারাই বোঝেন এটি কতো যন্ত্রণার। একটু ভাজাপোড়া খেয়েছেন অথবা একটু না হয় বেশিই খেয়ে ফেলেছেন, তখনই শুরু হয়ে যাবে অস্বস্তিকর সমস্যা। কিন্তু এই গ্যাসের সমস্যা থেকে কিন্তু মুক্তি পাওয়া খুব বেশি কঠিন কিছু নয়। শুধু একটু নজর রাখতে হবে নিজের খাওয়ার দাওয়ার প্রতি। জেনে নিতে হবে কোনটি খাওয়া উচিত হবে না। যা যা খাবেন না— ডাল ও ডাল জাতীয় খাবার ডাল, বুট, ছোলা, বীন, সয়াবিন ইত্যাদি ধরনের গ্যাস উদ্রেকারী খাবার। এগুলোতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, সুগার ও ফাইবার যা সহজে হজম হতে চায় না। ফলে গ্যাসের সমস্যা সৃষ্টি করে পেটে। ব্রকলি, পাতাকপি, বাঁধাকপি এই ধরনের সবজিগুলোতে রয়েছে রাফিনোজ, নামক এক ধরনের সুগার উপাদান যা পাকস্তলীর ব্যাকটেরিয়া ফারমেন্ট না করা পর্যন্ত হয় না। এবং এই অবস্তায় পেটে গ্যাসের সমস্যা বৃদ্ধি পায়। দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার— দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার পর যদি দেখেন পেটে গ্যাস হচ্ছে তার অর্থ হচ্ছে আপনি লাক্টোজ ইন্টলারেন্ট অর্থাৎ আপনার দুধ ও দগ্ধজাত খাবার হজমে সমস্যা রয়েছে। হজম হয় না বলেই এগুলো আপনার পেটে গ্যাস উদ্রেকের জন্য দায়ী। আপেল ও পেয়ারা— অপেল ও পেয়ারাতে রয়েছে ফাইবার এবং ফ্রুক্টোজ ও সরবিটোল নামক সুগার উপাদান যা সহজে হজম হতে চায় না। এতে করেও গ্যাস হয় পেটে। লবণাক্ত খাবার--- লবণের সোডিয়াম অনেক বেশি জলগ্রাহী। অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার খেলে দেহে জল জমার সমস্যা দেখা দেয়। পাকস্তলীতেও সমস্যা শুরু হয় ও খাবার হ জম হতে চায় না। যা যা খাবেন— শশা শশা পেট ঠান্ডা রাখতে অনেক বেশি কার্যকরী খাদ্য। এতে রয়েছে ফ্লেভানয়েড ও অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান যা পেটে গ্যাসের উদ্রেক কমায়। দই — দই আমাদের হজম শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এতে করে দ্রুত খাবার হজম হয়, ফলে পেটে গ্যাস হওয়ার ঝামেলা দূর হয়। পেঁপে— পেঁপেতে রয়েছে পাপায়া নামক এনজাইম যা হজমশক্তি বাড়ায়। নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার অভ্যাস করলেও গ্যাসের সমস্যা কমে। কলা ও কমলা — কলা ও কমলা পাকস্থলীর অতিরিক্ত সোডিয়াম দূর করতে সহায়তা করে। এতে করে গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়াও কলার স্যলুবল ফাইবারের কারণে কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার ক্ষমতা রাখে। আদা— আদা সবচাইতে কার্যকরী অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার। পেট ফাঁপা এবং পেটে গ্যাস হলে আদা কুচি করে লবণ দিয়ে কাঁচা খান, দেখবেন গ্যাসের সমস্যা সমাধান হবে।

যেসব ক্ষতিকর অভ্যাস আপনার দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে

আমরা যারা স্বাভাবিকভাবে সব কিছু দেখতে পাই তারা কখনোই ভাবি না যদি আমাদের দৃষ্টিশক্তি না থাকত তাহলে আমরা কি করতাম। যারা চোখে দেখতে পান না একমাত্র তারাই বোঝেন দেখতে না পাওয়া কতটা যন্ত্রণা। কথায় বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম কেউ বোঝে না। অর্থাৎ যখন একটি জিনিস আমাদের কাছে থাকে তখন সেই জিনিসটির মূল্য আমরা বুঝতে পারি না। জিনিসটি হারিয়ে গেলে তবেই বুঝতে পারি। কিন্তু একটি বার ভেবে দেখেছেন যদি সত্যিই আপনি দেখতে না পান তাহলে কি হবে? অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন কি এমন হবে যে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যেতে পারে? তাহলে জেনে রাখুন? এখনই আপনি বেশ কিছু অভ্যাস রপ্ত করে ফেলেছেন তা প্রতিনিয়ত ক্ষতি করে চলেছে আপনার চোখের। হয়ত বেশিদিন দূরে নেই যেদিন আপনারই এই বাহে অভ্যাসের কারণে হারিয়ে ফেলতে পারেন দৃষ্টিশক্তি।

আপনি ধূমপান করেন--- সিগারেটে প্রায় ৭,০০০ কেমিক্যাল খুঁজে পাওয়া যায় যার মধ্যে কার্বন মনোঅক্সাইড অন্যতম। এই কেমিক্যালগুলো রক্তনালির মারাত্মক ক্ষতি করে যার মাধ্যমে পুরো দেহে রক্ত সঞ্চালন হয়। এতে করে রক্তের মাধ্যমে পুষ্টি ও অক্সিজেন পৌঁছায় না অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। প্রয়োজনীয় রক্ত, অক্সিজেন এবং পুষ্টির অভাবে যেসকল অঙ্গ কর্মক্ষমতা হারায় তার তার মধ্যে আমাদের চোখ অন্যতম।

অনেকটা সময় পিসি, ট্যাবলেট ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার—

পিসি, ট্যাবলেট এবং মোবাইল ফোন যখন আমরা ব্যবহার করি তখন তা খুব কাছ থেকেই ব্যবহার করা হয়। দূর হতে এসকল প্রযুক্তিগত জিনিস ব্যবহারের পথ এখনো আবিষ্কার হয় নি। আর এই সকল পোর্টেবল গ্যাজেটের ক্ষতিকর রশ্মি প্রতিনিয়ত আমদের চোখ এবং চোখের পেশির ক্ষতি করে চলেছে।

সানগ্লাস না পড়া—

সানগ্লাস শুধুমাত্র ফ্যাশনের জন্য ব্যবহার করা হয়, বিষয়টি তা নয়। অতিরিক্ত রোদে সানগ্লাস না পড়ে বাইরে বের হলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি সরাসরি আমাদের চোখে পৌঁছায় যা চোখের স্থায়ীভাবে ক্ষতি করে। এছাড়াও ধুলোবালি চোখে গেলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই চোখ চুলকায় যা আমাদের চোখের পেশিতে দাগ ফেলে দেয়। এই সব কিছু থেকেই সানগ্লাস আমাদের রক্ষা করে।

চলন্ত গাড়িতে কিছু পড়ার চেষ্টা করা—

অনেকেই চলন্ত গাড়িতে বই পড়েন অথবা মোবাইলেই কিছু দেখার চেষ্টা করেন। এটি খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস আপনার চোখের জন্য। চলন্ত গাড়িতে যখন আপনি বই পড়তে যান বা মোবাইলে কিছু দেখতে থাকেন তখন আপনার চোখকে বারবার ফোকাস করতে হয় গাড়ির ঝাঁকুনি ও গতির কারণে। এতে করে চোখের অনেক ক্ষতি হয় যার কারণে প্রচন্ড মাথাব্যথা ও দৃষ্টিশক্তি ঘোলাটে হয়ে আসে।

জোট বেঁধেছে জনতা, বাংলা ছাড়ো মমতা লকেট

কলকাতা,৩ এপ্রিল (হি.স) : আমাদের দেশের সেনাদের যখন মৃত্যু হয়, তখন মমতা পাকিস্তানের জন্য কাঁদেঊ যে আমাদের বাংলাকে চায় না, সে চলে যাক বাংলা ছেড়েঊ জোট বেঁধেছে জনতা, অনেক হল এবার বাংলা ছাড়ো মমতাঊ বুধবার বিজেপির ব্রিগেড সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির মহিলা মোর্চা নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

এদিন তিনি বলেন, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে আর কোন চিহ্ন নয়, শুধু থাকবে পদ্মফুলঊ কেউ যদি ভয় দেখানোর চেষ্টা করলে ভয় পাবেন নাঊ নিজেদের ইচ্ছায় ভোটদিনঊ মমতা দিদি বাংলাকে ভালবাসে নাঊতাই বাংলাতে প্রয়োজন নেই তাঁরঊ ইতিমধ্যে অবশ্য তৃণমূল ভয় পেতে শুরু করেছেঊ মমতা পশ্চিমবঙ্গকে নষ্ট করছেঊ আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে সব প্রতিশোধ নেবঊ দেখিয়ে দেব কিভাবে রাজ্য শাসন করতে হয়ঊ আমরা সবাই চৌকিদারঊ তাই কেউ ভোট নষ্ট করবেন নাঊ বিজেপিকে ভোট দিন পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বানান'।

পিএম নরেন্দ্র মোদী নিয়ে বিবেকের খোঁচা কংগ্রেসকে

মুম্বই, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবার কংগ্রেসের অভিষেক মানু সিংভি এবং কপিল সিবালকে একহাত নিলেন ''পিএম নরেন্দ্র মোদী'' সিনেমার নামভূমিকায় থাকা বিবেক ওবেরয়। চৌকিদারের ''ডান্ডা''-র ভয় পাচ্ছেন বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন তিনি।

এর আগেও ''পিএম নরেন্দ্র মোদী'' সিনেমাটি নিয়ে কংগ্রেসের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন বলিউড অভিনেতা বিবেক ওবেরয়। এদিন তিনি বলেন, ধ্রু'আমি বুঝতে পারছি না অভিষেক মানু সিংভি জী, কপিল সিবাল জীর মতো বিশিষ্ট আইনজীবীরা কেন এত অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন এবং এরকম একটি বিনয়ী ফিল্মের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা করে সময় নষ্ট করছেন! তাঁরা সিনেমাটিকে ভয় পেয়েছেন না চৌকিদারের ''ডান্ডা''-র ভয় পাচ্ছেন সেটাই বুঝতে পারছি না।

উল্লেখ্য, এর আগেই কংগ্রেস নেতা কপিল সিবাল সিনেমাটির মুখ্য এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করা বিবেক ওবেরয়কে ধ্রু'বিজেপির তাঁবেদারধ্রু' বলে কটাক্ষ করেছেন। এদিন বিবেক জানান, ধ্রু'আমরা মোদী জী-কে জীবনের থেকে বড় করে দেখাইনি, তিনি নিজেই জীবনের চেয়ে বড় একজন ব্যক্তি। আমরা তাঁর চরিত্রটিকে একজন ''হিরো''-র ন্যায় তুলে ধরেছি। শুধু আমার কাছেই নয়, দেশ এবং দেশের বাইরেও কোটি কোটি মানুষের কাছে তিনি একজন ''হিরো''। এই সিনেমায় একটি অনুপ্রেরণাদায়ক গল্প বলা হয়েছে।

রাঙামাটিতে আরাকান লিবারেশন পার্টির সঙ্গে সংঘর্ষে ৭ জন নিহত

ঢাকা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : পার্বত্য জনপদে আবার রক্ত ঝরেছে। রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৭ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বুধবার ভোরে রক্তাক্ত এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাজস্থলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ শেখ সাদেক গণমাধ্যমকে বলেন, ধ্রু'আজ ভোরে আঞ্চলিক একটি দলের সঙ্গে আরাকান বিদ্রোহীদের গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন 'আরাকান বিদ্রোহী' নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ ও সেনা কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিপক্ষের সঙ্গে আরাকান লিবারেশন পার্টির সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় দুপক্ষ গুলি ছোঁড়ে। এতে ৭ জন নিহত হন। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, আরেক পার্বত্য জেলা বান্দরবানের

ছয়ের পাতায়

বুধবার হাওড়া নদীতে তর্পণ করেন স্বজন হারারা। ছবি- নিজস্ব।

উত্তরপূর্বকে পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বারে পরিণত করবেন, কং কেবল ভোটব্যাংকের রাজনীতি করে, অরুণাচলে মোদী

পাসিঘাট (অরুণাচল প্রদেশ), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে যে মাঠে এসে বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন, পাঁচ বছর পর সেই মাঠে নবনির্মিত ক্রীড়া স্টেডিয়ামে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছেন। এটাই বিজেপি এবং কংগ্রেস সরকারের পার্থক্য। পাঁচ বছর আগে এই মাঠ ছিল পরিত্যক্ত কৃষিখেত। আজ সেই পরিত্যক্ত মাঠে গড়ে ওঠেছে অরুণাচল প্রদেশের বৃহৎ ক্রীড়া ময়দান। বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাটে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্টেডিয়াম গড়েই তাঁর কাজ শেষ নয়, এবার এই রাজ্য থেকে দক্ষ ফুটবলার তৈরি করার পালা। কংগ্রেসকে ঠুকে মোদী বলেন, যাঁরা বিগত সাত দশকে এই অঞ্চলকে অন্ধকারের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল, তাঁর পাঁচ বছরের আমলে তা থেকে তুলে আনার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। 'পাসিঘাট এবং ইটানগরকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছি কেবলমাত্র আপনাদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদের দরুন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সমাবেশে গতবারের চেয়ে আজকের রেকর্ড সংখ্যক জনতার আগমনে প্রমাণ হচ্ছে, এখানকার মানুষ আমাকে এবং আমার দলকে কত ভালোবাসেন। আমি আপনাদের এই ভালোবাসার প্রতিদান পাই-পাই করে চোকানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,' বলেন মোদী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বারে পরিণত করেই ছাড়বেন। এ কাজ এত সহজ নয়। এ কাজ কংগ্রেসের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, জনতার আশীর্বাদ আছে বলেই, যে কাজ ৭০ বছরে কংগ্রেস করতে পারেনি তা ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক, যাতায়াতের ক্ষেত্রে বহু কাজ করতে পেরেছেন। তেজু এবং পাসিঘাটে বিমানবন্দর, নাহরলগুন—গুয়াহাটি চলচাল করিয়েছেন অরুণাচল এক্সপ্রেস ট্রেন। 'এসবই হল আপনাদের বিশ্বাসের ফল।' সমাবেশে বক্তব্য মোদীর।

নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, এবারের নির্বাচন ভরসা এবং ভ্রষ্টাচারের নির্বাচন। এবারের নির্বাচন উত্তর—পূর্বাঞ্চলের বিকাশে দিবারাত্রি একাকার করার পক্ষে এবং উত্তর—পূর্বাঞ্চলকে উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে নির্বাচন। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে উদাত্ত কণ্ঠে মোদী বলেন, 'এবারের নির্বাচন আপনাদের পরম্পরাকে অপমান করার বিরুদ্ধে এবং গৌরবকে স্বীকারকারীদের সপক্ষে নির্বাচন।'

স্থানীয়দের উদ্দেশে মোদীর বক্তব্য, 'আপনাদের আশা, বিশ্বাস, প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অহর্নিশি কাজ করছি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে দশকের পর দশক ভুলে যাওয়ার মানুষ আমি বা আমার দল নয়। আমরা গরিব বোনদের রান্নাঘরের ধোঁয়া থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেইনি। তবু আজ ৭ কোটির বেশি গরিব পরিবারকে বিনামূল্যের গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি কৃষকদের নাম নিয়ে ভোট ভিক্ষার মতো পাপ করিনি। অথচ কৃষকদের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান' নামের এক প্রকল্পের প্রচলন করেছি। আমি সুস্বাস্থ্যের প্রলোভন দিইনি। তার পরও কিন্তু 'আয়ুষ্মান' প্রকল্প চালু করেছি। আজ বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রকল্প এই 'আয়ুষ্মান' প্রকল্প।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই প্রকল্পের মাধ্যমে গোটা দেশে বাদ দিয়ে কেবল অরুণাচল প্রদেশের ৩ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যের চিকিৎসার সুবিধা দিয়েছে আমার সরকার। আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকোর মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি 'আয়ুষ্মান'-এর সুবিধাভোগী রয়েছেন।'

কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ফের বলেন, 'ভোটব্যাংকই শতাব্দি প্রাচীন এই দলের সবকিছু। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনতা কংগ্রেসকে বিদায় দিয়েছেন, এই অঞ্চলের মানুষ মন থেকে মুছে ফেলেছেন কংগ্রেসকে। দিল্লিতেও এখই অবস্থা। তিনি প্রশ্ন তুলেন, 'কংগ্রেসের কতজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মনে আছে? এঁরা কতবার অরুণাচল প্রদেশে এসেছেন তা আপনাদের ভোলার কথা নয়। অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার প্রথমবারের মতো উত্তর—পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে পৃথক মন্ত্রালয় তৈরি করেছিলেন। এর পর দশ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করেছে দেশে। কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যে আসেননি। অথচ প্রতি পনেরো দিনে আমার আমলে কোনও না-কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে উত্তর—পূর্বাঞ্চলে পাঠিয়েছি। গত পাঁচ বছরে আমি নিজে ৩০ বারের বেশি উত্তর—পূর্বাঞ্চলে এসেছি। এখানকার সুখদুখের খবর নিয়েছি। ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণার প্রতি আমার মমতা আছে। প্রতিটি মানুষ কে কেমন আছেন তার খোঁজখবর নেই। কারোর সমস্যা থাকলে তার সমাধান করার চেষ্টা করি। এর ঠিক উল্টো কংগ্রেসের নীতি। এদের চোখ কেবল ভোটব্যাংকের প্রতি। ভোটের জন্য এই দল কাজ করে।'

তাই সবকিছু বিবেচনা করে আগামী ১১ এপ্রিল বিকাশের ডাবল ইঞ্জিনকে আরও শক্তিশালী মজবুত করতে বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রসঙ্গত, অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাটে আজকের নির্বাচনি প্রচারে যোগ দিতে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে বিশেষ বিমানে উজান অসমের ডিব্রুগড়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি বিমানবন্দরে অবতরণ করে তিনি সোজা চলে যান ভারতীয় সেনাবাহিনীর এসিএস ৭৬৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের অতিথিশালায় রাত সেখানে কাটিয়ে আজ সকালে নির্ধারিত সময় হেলিকপ্টারে পাসিঘাট আসেন প্রধানমন্ত্রী। পাসিঘাট থেকে তিনি চলে যান পশ্চিমবঙ্গে।

কাঁকসায় কর্মীদের মারধর করে সিপিএমের পার্টি অফিসে তালা ঝোলানোর অভিযোগ

দুর্গাপুর, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে। ততই উত্তপ্ত হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা। এবার কর্মীদের মারধর করে সিপিএমের পার্টি অফিস তালাবন্ধ করার অভিযোগ উঠল। পাশাপাশি সিপিএমের দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ারও অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার বামুনাড়া ও গোপালপুর গ্রামে। ঘটনায়,জখম হয়েছে ৫ সিপিএমকর্মী।

ঘটনার অভিযোগে জানা গেছে, কাঁকসার বামুনাড়ায় সিপিএমের দলীয় কার্যালয় ছিল।২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের তালাবন্ধ করে দেয় স্থানীয় তৃণমূলকর্মীরা।

সোমবার বিকালে ওই পার্টি অফিস পুনরায় দখল নেয় সিপিএম। তালা ভেঙে সাফাই কাজও শুরু করেছিল। আক্রান্ত কার্তিক রায় জানান,ধ্রু' সন্ধ্যা নাগাদ জনা বিশেক তৃণমূলকর্মী এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, আমাদের ওপর চড়াও হয়। এলোপাথাড়ি মারধর করে পার্টি অফিস থেকে বের করে পুনরায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে আমরা বাড়ি ফিরে যায়। কার্তিকবাবু আরও জানান, বাড়ী ফেরার ঘন্টাখানেক পর আবার তৃণমূলের একটা বাইক বাহিনি আসে এলাকায়। একইরকমভাবে গালিগালাজ শুরু করে আর চারজন পার্টিকর্মীকে বাড়ীতে ঢুকে মারধর করে। ঘটনার পর আতঙ্কে।ধ্রু' এদিকে কাঁকসার গোপালপুর এলাকায় সিপিএমের দেওয়াল লিখন মুছে ফেলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার সিপিএমের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও জানায়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কার্যকরী সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় জানান, সিপিএমকে মানুষ আর পছন্দ করে না। হালে পানি পেতে নানান মিথ্যা অভিযোগ করে হাওয়া গরম করছে, প্রচারে আসতে চাইছে।

টিভিতে আগুন, উত্তর প্রদেশের মর্মান্তিক মৃত্যু তিনটি শিশুর

বদায়ুঁ (উত্তর প্রদেশ), ৩ এপ্রিল (হি.স.): টেলিভিশন দেখার সময় আচমকাই জ্বলে উঠল টেলিভিশন সেটঊ উত্তর প্রদেশের বদায়ুঁতে মর্মান্তিক এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনটি শিশুরঊ মৃত শিশুদের বয়স ১০-১২ বছরের মধ্যেঊ মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বদায়ুঁ জেলার সিভিল লাইন্স এলাকার কাথৌলি গ্রামেঊ মৃত শিশদের নাম হল, শবনম (১১), ফরদীন (১২) এবং শিফা (১০)ঊ এছাড়াও এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একটি শিশু।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অশোক কুমার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে সিভিল লাইন্স এলাকার কাথৌলি গ্রামে অবস্থিত একটি বাড়িতে টিভি দেখার সময় টেলিভিশন সেটে আগুন ধরে যায়ঊ এই ঘটনায় তিনটি শিশুর মৃত্যু হয়েছেঊ এছাড়াও একটি শিশু আহত হয়েছেঊ কি কারণে এই ঘটনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ এদিকে, তিনটি শিশুর অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ওই শিশুদের পরিবারের সদস্যরাঊ শোকস্তব্ধ কাথৌলি গ্রামের বাসিন্দারাও।

চিনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুরিকাঘাতে মৃত্যু দুই শিশুর আহত আরও দু'জন

বেজিং, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ চিনের হুনান প্রদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুরির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে দু'জন শিশু পড়ুয়ার। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল ৭.১৬ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে, হুনান প্রদেশের নিনগাইউয়ান কাউন্টির বেইজিয়াপিং শহরের ওয়ানকিউয়ান ইলিমেন্টারি স্কুলে। এই ঘটনায় আরও দু''জন আহত হয়েছেন। সন্দেহভাজন আততায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রের খবর, বুধবার সকালে হুনান প্রদেশের ওয়ানকিউয়ান ইলিমেন্টারি প্রাথমিক স্কুলে একজন আততায়ী প্রবেশ করে এলোপাহাড়ি ছুরি চালাতে থাকে। ছুরিকাঘাতে দু''জন শিশু পড়ুয়া নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও দু''জন। আহতদের স্কুল থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন আততায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

সম্প্রতি চিনে শিশুদের ওপর আক্রমণ বেড়েই চলেছে। দুষ্কৃতীরা প্রধানত ছুরি নিয়ে শিশুদের লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, এই ধরণের হামলাগুলি প্রধানত দুষ্কৃতীরা করে থাকে মানসিক অসুস্থতার কারণে কিংবা ব্যক্তিগত কোনও ক্ষোভের ফলে। আর এই ধরনের হামলায় ছুরিকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে, কারণ চিনে বন্দুক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গত মাসেও চিনে ছুরি নিয়ে হামলা চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা।

অনন্তনাগ কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ মেহবুবা মুফতির

অনন্তনাগ, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) সুপ্রিমো তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি।

বুধবার পিডিপির শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে আসেন মেহবুবা মুফতি। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উপত্যকার এই বর্ষীয়ান নেত্রী বলেন, 'পিতৃবিয়োগের এই প্রথম কোনও নির্বাচন লড়ছি।' পাশাপাশি সমর্থকদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, নিশ্চিত ভাবেই জনগণ পিডিপির প্রতি আস্থাশীল থাকবে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রাজধানী দিল্লির এইমস হাসপাতালে ২০১৬ সালের

ছয়ের পাতায়

সাবেক প্রধান বিচারপতি সিনহা জুডিশিয়াল কিউ করতে চেয়েছিলেন অভিযোগ আইনমন্ত্রীর

ঢাকা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা জুডিশিয়াল কিউ করার চেষ্টা করেছিলেন, এমনই গুরুতর অভিযোগ করেছেন আইন ও বিচারমন্ত্রী আনিসুল হক। আইন মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ করার পর বুধবার দুপুরে সাংবাদিকদের কাছে তারই পুনরাবৃত্তি করেন তিনি। এদিন সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের নতুন হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস সৌজন্য সাক্ষাতের পর সাংবাদিকরা মঙ্গলবারের বক্তব্য উল্লেখ করে সাবেক প্রধান বিচারপতিকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে কিনা জানতে চান।

এদিন সাংবাদিকরা মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, ধ্রু'গতকাল আপনি মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, সাবেক প্রধান বিচারপতি সিনহার 'জুডিশিয়াল কিউ' করার অভিপ্রায় ছিল। হঠাৎ বিষয়টি কেন এল?ধ্রু' এই প্রশ্নের জবাবে আইন ও বিচারমন্ত্রী বলেন, ধ্রু'আপনারা দেখুন কী হয়, ভবিষ্যৎ দেখেন। বিষয়টি হঠাৎ করে আসেনি, সমন্বয় সভার আলোচনার মধ্যে দিয়ে এসেছে। সেখানে অগ্রগতি, কিছু কিছু ব্যাপারে অগ্রগতি হয়নি, কেন হয়নি এসব নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করছিলাম। সেইসব আলাপ-আলোচনার মধ্যে কিছু কথা হয়েছে। আমি মনে করি যে কথা হয়েছে, সেগুলো সত্য।ধ্রু' আইনমন্ত্রী বলেন, ধ্রুপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় নির্বাহী বিভাগ কখনওই হস্তক্ষেপ করবে না।ধ্রু' ভবিষ্যতে 'জুডিশিয়াল কিউ' ঠেকাতে কোনো পদক্ষেপ নেবেন কি-না জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, ধ্রু'আমার মনে হয় জনগণের শক্তি যতই বৃদ্ধি হবে এ রকম 'জুডিশিয়াল কিউ' এগুলো থেকে মানুষ বিরত থাকবে।ধ্রু' উল্লেখ্য, ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় নিয়ে সরকারের তোপের মুখে থাকা তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ২০১৭ সালের ১৩ অক্টোবর ৩৯ দিনের ছুটি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যান। পরে তিনি বিদেশ থেকেই পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন এবং কানাডা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। এ ঘটনার এক বছরের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রে বসে একটি বই প্রকাশ করে তিনি নতুন করে আলোচনায় আসেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, সরকার তাকে পদত্যাগে বাধ্য করে নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

কাঞ্চনমালায় এসইউসিআই এর প্রার্থী সহ কর্মকর্তাদের উপর আক্রমণের ঘটনা নিয়ে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : পশ্চিমবঙ্গে চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা কংগ্রেসের, তমলুক থেকে দাঁড়াচ্ছেন লক্ষ্মণ শেঠ

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আসন্ন সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের চারটি লোকসভা আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস। বুধবার নয়াদিল্লিতে এআইসিসি (অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি)-র দফতর থেকে এই চারজনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন সদ্য বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করা লক্ষ্মণ শেঠও। তমলুক লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। এছাড়াও, কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে সৈয়দ শাহিদ ইমাম, ঘাটালে খান্দাকার মহম্মদ সইফুল্লা এবং আসানসোল কেন্দ্রে বিশ্বরূপ মন্ডলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিন দিল্লিতে এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক মুকুল ওয়াসনিকের সই করা এই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে মোট লোকসভা আসন রয়েছে ৪২টি। এদিনের চারজনের প্রার্থীতালিকায় রয়েছে প্রাক্তন সিপিএম নেতা এবং বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করা দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা লক্ষ্মণ শেঠের নাম। কয়েকদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সোমেন মিত্র তমলুক আসনেই লক্ষ্মণ শেঠ দাঁড়াতে পারেন বলে জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ তমলুকে তৃণমূলের দিব্যেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি প্রার্থী সিদ্ধার্থ নস্করের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কংগ্রেস প্রার্থী ড় লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ।

অন্যদিকে, কলকাতা উত্তর লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কংগ্রেস প্রার্থী সৈয়দ শাহিদ ইমাম, ঘাটালে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দীপক অধিকারী (দেব), বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ এবং সিপিআই প্রার্থী তপন গাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কংগ্রেসের খান্দাকার মহম্মদ সইফুল্লা এবং আসানসোলে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী মুনমুন সেন ও বিজেপির তারকা প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়-র বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বরূপ মন্ডল।

বুধবার বক্সনগরে বিজেপির বিজয় সংকল্প জমায়েতে অংস নেন দলের প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব

রাহুল

● **প্রথম পাতার পর** এই বিল পাশ হয়নি। রাজ্যসভায় যেমন বিরোধিতা করেছেন, ক্ষমতা. আসলে এই বিলকে চিরদিনের জন্য হিমঘরে পাঠানো হবে। এতে অসমিয়া জাতি সুরক্ষিত থাকবে বলে দাবি করেন রাহুল।

বিজেপির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহকেও ছেড়ে কথা বলেননি তিনি। বলেন, অমিত শাহ হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। এ ধরনের ব্যক্তি যে দলের নেতা সেই বিজেপি সাধারণ মানুষের ভালো চাইতে পারেন না। বলেন, কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বা তাঁর দলের কেউ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না। যা বলেন, তা করে দেখান। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে কৃষকদের ঋণ মাফ করে দেখিয়েছি। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদী চা শ্রমিকদের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। তিনি করে দেখাবেন বলে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

ধ্বংস

● **প্রথম পাতার পর**

বলা যেতেই পারে। কিন্তু এই কাজ আরো অনেকটা বাকি। নির্বাচনী ডামাডোলে নেশা বিরোধী অভিযান প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আটক করা গাঁজা, ফেনসিডিল, কফ সিরাপ, ট্যাবলেট ইত্যাদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বুধবার আগরতলা শহর সংলগ্ন বুধজং নাগারে পোড়ানো হয়। রাজ্য হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে আর ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা নেশা সামগ্রী ধ্বংস করে দেন। কর্মকর্তারা জানান রাজ্যের আটটি জেলা থেকে আটক করা সামগ্রী এখানে পুরানো হয়েছে। পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল ৪৭৫২কেজি গাঁজা ৫৬ হাজার ২৬১ বোতল কফ সিরাপ, এবং ১কেজি ৯৬ গ্রাম হেরোইন। প্রশাসনের ওই কর্মকর্তা জানান সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসব সামগ্রী পোড়ানো হয়েছে। রাজ্যে একদিকে যেমন নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে নেশা সামগ্রী উদ্ধার হবে, ঠিক তেমনি এসব সামগ্রী ধ্বংস করে দেওয়ার কাজ অব্যাহত থাকবে বলেও কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। রাজ্য কে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

দলের কোচ

সাতের পাতার পর।। ছাড়া অন্য সকল খেলায় বেটিং অবৈধ। তবে দেশটিতে ক্রিকেটের জন্য প্রচুর অবৈধ বাজিকর রয়েছে।

বিভিন্ন সংবাদে জানা যায়, বারোদার শাওন এক্সোটিকা নামের একটি ক্যাফে থেকে ২১টি মোবাইল, কয়েকটি গাড়ি ও একটি প্রজেক্টর জব্দ করা হয়। এ বিষয়ে জাদেজা বলেন, 'আমরা তুষার আরোথেসহ ১৮জনকে একটি ক্যাফে থেকে গ্রেফতার করি। তাদের ফোন ও গাড়ি জব্দ করা হয়েছে।'

গত বছরের জুলাইতে আরোথেকে ভারতীয় নারী দলের কোচ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে দেখানো হয় দলের সিনিয়র খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার মতানৈক্য। এর আগে ২০১৭ সালের এপ্রিলে পূর্ণিমা রওয়ের উত্তসূরি হিসেবে হেড কোচের দায়িত্ব পান সাবেক ব্যাটিং অলরাউন্ডার ও রঞ্জি ট্রফিজয়ী আরোথে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রাথমিক স্কুল ও পানীয় জলের দাবীতে ভোট বয়কটের ডাক জঙ্গলমহলে

বাঁকুড়া, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : পানীয় জল ও গ্রামে প্রাথমিক স্কুলের দাবীতে সোচ্চার জঙ্গলমহল সারেঙ্গা থানার সাঁইতোড়া গ্রামের বাসিন্দারা।দীর্ঘদিন আবেদন নিবেদন করে কোনোও ফললাভ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর সাথে সাথে রীতিমত পোস্টার সেঁটে দিয়েছেন। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এলাকায় সর্বত্র যে উন্নয়ন হয়নি তা আমাদের গ্রাম সাঁইতোড়া গ্রামকে দেখলেই বোঝা যাবে বলে গ্রামবাসীরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান।গ্রামের বাসিন্দা অপর্ণা মিশ্র, প্রনব মিশ্র রা বলেন গ্রামের থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে বারপাখান বাসস্ট্যান্ড ও দেউলি মোড়ে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ হচ্ছে, সেখানে কলের মুখ থেকে অযথা জল পড়ে অপচয় হচ্ছে।

কমিশন

● **প্রথম পাতার পর**

আধিকারিক শ্রীরাম তরুণিকান্তি জানিয়েছেন, নির্বাচনকে ঘিরে কমিশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকদের এ ধরনের আচরণ কাম্য নয়। সদরের সহকারী রিটার্নিং অফিসার যে ওয়ার্ক অর্ডার জারি করেছেন তাতে কমিশন ভিষণ অসন্তোষ্ট হয়েছে। তাই, রাজ্য সরকারের কাছে সদর মহকুমা শাসক তথা সদরের সহকারি রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব থেকে অসীম সাহাকে সরানোর সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই ওয়ার্ক অর্ডারটি স্থগিত রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, সদরের রিটার্নিং অফিসারকে এখন থেকে বিডিও গ্রাফি নিয়ে সমস্ত কাজ নিজের দায়িত্বে করানোর জন্য বলা হয়েছে।

লস্কর জঙ্গি

আটের পাতার পর

শ্রীনগরের রাজবাগ এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে বুধবার অভ্যিান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। সেখান থেকেই লস্কর জঙ্গি দানিশ হানিফ ওয়ানিকে গ্রেফতার করা হয়। ২০১৮ সালের ৩০ডিসেম্বরে শ্রীনগরের জওহর নগরে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেস মন্ত্রী মহম্মদ মুজাফফর পাররে বাসভবন থেকে চারটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র লুঠ করে চম্পট দেয় ওই লস্কর জঙ্গি। এরপর থেকে দানিশ হানিফ ওয়ানি নিখোঁজ হয়েছিল। পরে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে গুরুতর আহত হন বছর ২২-এর দানিশ। তাঁর চিকিৎসা করাতে রাজবাগ এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয় দানিশ। সম্প্রতি একে-৪৭ হাতে দানিশের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

ব্যাঙ্গালুরু

সাতের পাতার পর।। চাহাল দু'টি ও মোহাম্মদ সিরাজ একটি উইকেট নেন।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ৪৯ রান যোগ করেন বিরাট কোহলি ও পার্থিব প্যাটেল। কোহালি ২৩ রান করে আউট হন। এরপর দলের সবচেয়ে বিপদজনক ব্যাটসম্যান এবি ডিভিলিয়ার্সকে ব্যক্তিগত ১৩ রানে ফেরান শ্রেয়াস গোপাল। দলের রান তখন ৭১।

শিমরন হেটমায়ার এক রান করে দ্রুত বিদায় নেন। তবে পার্থিব প্যাটেল অর্ধশতক তুলে নেন। ৪১ বলে ৬৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে দলীয় ১২৬ রানে আউট হন প্যাটেল। এরপর মার্কাস স্টোইনিস ২৮ বলে ৩১ ও মঈন আলী ৯ বলে ১৮ রানে ইনিংস খেললে চার উইকেটে ১৫৮ রানে সংগ্রহ পায় রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। রাজস্থানের শ্রেয়াস গোপাল তিনটি ও জোফরা আর্চার একটি উইকেট নেন।

রাজস্থানের শ্রেয়াস গোপাল ম্যাচ সেরা হয়েছেন। এ জয়ে দুই পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ছয় নম্বরে উঠে এসেছে রাজস্থান। আর চার ম্যাচের সবগুলোতে হেরে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে আছে ব্যাঙ্গালুরু।

বিসিসিআই

সাতের পাতার পর।। করতে চাই না। শুধুমাত্র উপদেষ্টা ও সংস্থার প্রেসিডেন্ট একই সঙ্গে থাকা যায় কি না, সে বিষয়েই উত্তর চাওয়া হয়েছে।"

ওই দুই ক্রিকেটভক্ত মূলত ম্যাচে সৌরভের প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা দেখছেন। এদিকে তাদের এমন দাবি উড়িয়ে দিয়েছে সিএবি। তাছাড়া বিসিসিআই'র বোর্ড নিযুক্ত কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি নিয়েই দিল্লির উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছেন সৌরভ, ফলে এ নিয়ে জলঘোলা করতে চাইছেন না সিএবি'র কর্মকর্তারা। তাদের মতে, কেকেআর'র ঘরের মাঠ ইডেন হলেও তারা সিএবি'র কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি নয়। আর গাঙ্গুলি আইপিএলের কমিটিতেও নেই। ফলে এই প্রশ্নে অনেকটাই নির্ভার গাঙ্গুলি।

মেহবুবা মুফতির

পাচের পাতার পর

৭ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন মুফতি মহম্মদ সইদ। সেই সময় অনন্তনাগ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন মেহবুবা মুফতি। পিতৃবিয়োগের পর জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু নিরাপত্তা পরিস্থিতি অবনতির কারণে অনন্তনাগ কেন্দ্রে আরও উপ-নির্বাচন করার সাহস পাননি প্রশাসনিক কর্তারা। ফলে তিন বছর ধরে এই কেন্দ্রে কোনও সাংসদ ছিল না।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অনন্তনাগ কেন্দ্র থেকেই মনোনয়ন পেশ করলেন মেহবুবা মুফতি। অন্যদিকে ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রাক্তন বিচারপতি হাসনেইন মাসুদিকে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে। যদিও কংগ্রেস এখনও এই কেন্দ্রে কোনও প্রার্থী নাম ঘোষণা করেনি। জম্মু ও কাশ্মীরে তিনটি পর্যায় লোকসভা নির্বাচন হবে। ২৩ এপ্রিল, ২৯ এপ্রিল এবং ৬ মে।

৭ জন নিহত

পাচের পাতার পর

নাইক্ষ্যংছড়িতে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যৌথবাহিনীর গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় জ্ঞান শংকর চাকমা নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। যৌথবাহিনীর দাবি, গোলাগুলিতে নিহত সন্ত্রাসী জ্ঞান শংকর চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের সক্রিয় একটি সশস্ত্র সংগঠনের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী। জ্ঞান শংকর চাকমা সাম্প্রতিক সময়ে বাঘাইছড়িতে হামলায় জড়িত ছিলেন। এদিন দুপুরে উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়নের মায়ানমার সীমান্তবর্তী তুলাতলী ডলুঝিড়ি রাস্তারমুখ এলাকায় এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের অবস্থানের খবর পেয়ে যৌথবাহিনী অভিযান চালায়। যৌথবাহিনীর অভিযানের মুখে টিকতে না পেরে সন্ত্রাসীরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে অরণ্যে গহিন জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

কংগ্রেসের ইস্তেহার বিভ্রান্তিকর : মায়াবতী

লখনউ, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারকে বুধবার ধ্রু'লোক দেখানোধ্রু' এবং ধ্রু'বিভ্রান্তিকরধ্রু' বলে কটাক্ষ করলেন বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এদিন মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে লিখেছেন, প্রতিশ্রুতি পূরণ করার প্রশ্নে কংগ্রেস ও বিজেপি আলাদা নয়।

এদিন একটি টুইটে মায়াবতী লিখেছেন, ধ্রু'কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারটি লোক দেখানো এবং বিভ্রান্তিকর বলে মনে হচ্ছে। ক্রমাগত নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার কারণে, জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারায় কংগ্রেস ও বিজেপি পৃথক নয়।ধ্রু' এদিন বিজেপিকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, ধ্রু'সমাজবাদী পার্টি (সপা) এবং বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র জোটকে ভয় পেয়েছে বিজেপি। তাই এই বিষয় নিয়ে কথা বলার পরিবর্তে, তারা শীর্ষ নেতাদের জাতিবাদী বিবৃতিগুলিকে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাদের উস্কানিতে বিব্রত হবেন না। নির্বাচনে ভাল ফলাফল করে তাদের যথাযথ উত্তর দিতে হবে।

শোপিয়ানে তিনজন সন্দেহভাজনকে আটক নিরাপত্তা রক্ষীর, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

শ্রীনগর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ানে তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করল নিরাপত্তা রক্ষীরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার ভ্যাহিল গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলার ভ্যাহিল গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী মঙ্গলবার রাতে টহল দিচ্ছিল। সেই সময় ওই তিন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের নাম, উমর শফি, আসিফ মালিক ও ফ্যায়েম শাহ। তাদের সকলেরই বাড়ি ভ্যাহিল গ্রামে। তাদের বাড়ি থেকেই আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা ওই তিন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এই মুহূর্তে তাদের সম্পর্কে কিছুই জানানো যাচ্ছে না। জিজ্ঞাসাবাদের পরই তাদের সম্পর্কে তথ্য জানানো যাবে বলেও পুলিশ জানিয়েছে।

অবজারভার

● **প্রথম পাতার পর**

করেছেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, গত কয়েকদিনের ঝড়ব'ষ্টিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেগুলি মেরামত করার জন্য জেলাশাসকদের বলা হয়েছে। তিনি জানান, পোস্টাল ব্যালট এবং ই ডি সি-তে ভোটগ্রহণের জন্য আট জেলায় ৮টি সেন্টার খোলা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রমথ র'ন ভ-াচার্য, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ঊষাজেন মগও উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

হাটে। পরে প্রার্থীর পি এস ও আমতলী থানায় রিপোর্ট করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন এস আই সহ কিছু পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে আসেন। দলের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতিদের নাম জেনে উপস্থিত এস আই একটি কেস ফাইল ডায়েরী করেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দলীয় কর্মীদের আশ্বাস দেন। দুষ্কৃতিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টুটন দেবনাথ, দোলন সূত্রধর, প্রসেনজিৎ দাস এবং সঞ্জু রায় প্রমুখ। পরে আগরতলার কর্ণেল চৌমুহনীস্থিত দলের রাজ্য অফিসে আহত দলীয় কর্মীদের নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্য সম্পাদক তথা ত্রিপুরা পশ্চিম কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রী অরুণ কুমার ভৌমিক জনগণকে বিজেপির এই ফ্যাসিস্টিক আক্রমণ প্রতিহত করার এবং সাথে সাথে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বকে বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ করার এহেন দলীয় সংস্কৃতি বন্ধ করার আহ্বান জানায়। পরবর্ত সময়ে ত্রিপুরা পশ্চিম কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার এর নিকট একটি লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে দলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

বলেন, রাজ্যে এখন লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু রয়েছে। ফলে, সরকারি ভাবে তাদের দাবি পূরণ করা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে তাদের দাবি গুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা করা জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, মিজো ও রিয়াং শরণার্থীদের দাবি পূরণে রাজ্য সরকার আন্তরিক ভাবে বিবেচনা করবে।

প্রাথমিক স্কুল ও পানীয় জলের দাবীতে ভোট বয়কটের ডাক জঙ্গলমহলে

বাঁকুড়া, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : পানীয় জল ও গ্রামে প্রাথমিক স্কুলের দাবীতে সোচ্চার জঙ্গলমহল সারেঙ্গা থানার সাঁইতোড়া গ্রামের বাসিন্দারা।দীর্ঘদিন আবেদন নিবেদন করে কোনোও ফললাভ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর সাথে সাথে রীতিমত পোস্টার সেঁটে দিয়েছেন।

বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এলাকায় সর্বত্র যে উন্নয়ন হয়নি তা আমাদের গ্রাম সাঁইতোড়া গ্রামকে দেখলেই বোঝা যাবে বলে গ্রামবাসীরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান।গ্রামের বাসিন্দা অপর্ণা মিশ্র, প্রনব মিশ্র রা বলেন গ্রামের থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে বারপাখান বাসস্ট্যান্ড ও দেউলি মোড়ে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ হচ্ছে, সেখানে কলের মুখ থেকে অযথা জল পড়ে অপচয় হচ্ছে অথচ মাত্র এক কিলোমিটার পাইপ সংযোগ হলেই গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা মিটে যাবে।সে কাজটুকু হচ্ছে না।এখন নলকূপই ভরসা, কিন্তু গরম পড়তেই জল স্তর নেমে যাওয়ায় এখন থেকে জল কষ্ট শুরু হয়েছে।ভোট বয়কটের ডাক দিতেই রাজনৈতিক মহলে র নজর পড়েছে সারেঙ্গার এই অখ্যাত গ্রামের দিকে।বাঁকুড়া জেলার বিজেপি নেতা তথা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডা:সুভাষ সরকার বলেন জঙ্গলমহলের উন্নয়ন, জেলায় কোটি কোটি টাকার জল প্রকল্পের কাজ হচ্ছে বলে জোর প্রচার করা হচ্ছে কিন্তু কাজ যে কিছুই হয়নি তা পরিষ্কার। এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরূপ খাঁ জানান বিষয়টি জানা নেই।খোঁজ নিয়ে দেখছি।

পুনেতে আখ ক্ষেতে মৃত পাঁচটি চিতাশাবক

পুনে, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের পুনেতে জুন্নার তেহসিলের কাছে আওয়াসারি গ্রামের একটি আখ ক্ষেতে বুধবার মৃত্যু হল পাঁচটি চিতাশাবকের। ফসল কাটার সময় আগুন লাগানোর ফলে ওই শাবকগুলির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে। যদিও ঘটনার দায় স্বীকার করেনি কেও।এব্যাপারে এদিন চাষিরা জানিয়েছেন, ধ্রু'আখ কাটার সময় ক্ষেতের মালিক ফেলে দেওয়া অংশগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিতে বলেন। আমরা তাই করি। কিন্তু কেউই জানত না এই ক্ষেতের মধ্যে ওই চিতা শাবকগুলি ছিল।ধ্রু' স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, আগুন লাগানোর পর তিনি শাবকগুলিকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসে বাধা দেন কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে ততক্ষণে। এখন ঠিক কি কারণে পাঁচটি শাবকের মৃত্যু হল সেই নিয়েছে প্রশ্ন। বনদফতর এবং স্থানীয় থানায় খবর দেন ওই স্থানীয় মহিলাই। শাবকগুলির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান বনদফতরের কর্মীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও এব্যাপারে দায় এড়িয়ে গিয়েছেন ক্ষেতের মালিক।

জঙ্গি দমনে সাফল্য, শ্রীনগর থেকে গ্রেফতার লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : জঙ্গি দমন অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। বুধবার শ্রীনগরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করা হয় লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি। ধৃত লস্কর জঙ্গির নাম দানিশ হানিফ ওয়ানি। বাড়ি নাটিপোরার বুধশাহ নগরে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে শ্রীনগরের রাজবাগ এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে বুধবার অভ্যিান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী।

বুধবার নতুনবাজারে কংগ্রেস সমর্থকদের সাথে আলোচনা করেন পিসিসি সভাপতি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণ। ছবি- নিজস্ব

খেলা

শাহরুখকে কাছে পেয়ে আপ্লুত ওজিল

লন্ডন, ৩ এপ্রিল।। বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের দুনিয়াজোড়া খ্যাতির কথা কে না জানে। সেই ভক্তদের তালিকায় আর্সেনালের জার্মান তারকা মেসুত ওজিলও আছেন। ফুটবল বিশ্বে ওজিল নিজেও একজন সুপারস্টার। তার ভক্তদের তালিকায় আছেন অনেক বলিউড তারকাও। শাহরুখ নিজেও ওজিলের ভক্ত। তাই প্রিয় ফুটবলারের ডাক উপেক্ষা করেননি তিনি।

মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ম্যাচ দেখতে শাহরুখকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওজিল। বলিউডের 'বাদশাহ' তাতে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছিলেন লন্ডনে। আর্সেনালের ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামের ভিআইপি গ্যালারিতে বসে ম্যাচ উপভোগ করেন তিনি।

ম্যাচ শেষে ওজিল ও তার বাগদত্তা অ্যামিনে গুলস'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শাহরুখ। প্রিয় অভিনেতার এমন সৌজন্যে আপ্লুত ওজিল পরে এক টুইটে লিখেছেন, 'গতকালের ম্যাচে আপনাকে আমার বিশেষ অতিথি হিসেবে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আসার জন্য ধন্যবাদ।"

টুইটের বাকি অংশে শাহরুখকে উদ্দেশ্য করে আগের কথাগুলোই হিন্দিতে লিখেছেন ওজিল। আর টুইটের সঙ্গে একটি ছবিও শেয়ার করেছেন, যেখানে শাহরুখ ও বাগদত্তা গুলসের সঙ্গে আর্সেনালে তার ১০ নম্বর জার্সি হাতে নিয়ে পোজ দিয়েছেন এই মিডফিল্ডার।

শাহরুখ খানও ওই ছবি শেয়ার করে টুইট করেছেন। টুইটে তিনি ম্যাচজয়ী আর্সেনালকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে ওজিল ও তার বাগদত্তাকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি তাদের ভারত ভ্রমণের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন তিনি।

বলিউড তারকাদের প্রতি ওজিলের আলাদা আকর্ষণের কথা সবারই জানা। এর আগে তিনি ভারত ভ্রমণ এবং আরেক বলিউড তারকা রনবীর সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহের কথা জানিয়ে টুইট করেছিলেন।

শুধু ওজিল নয়, আর্সেনালের আরেক ফুটবল তারকা গ্র্যানিত জাকা'র সঙ্গেও ছবি তুলেছেন শাহরুখ খান। পরে ওই ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে জাকা লিখেছেন, "অবশেষে বাস্তবে শাহরুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেলাম।" এর আগে লন্ডনের মাদাম তুসো জাদুঘরে শাহরুখ খানের মোমের মূর্তির সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন তিনি।

স্বার্থের সংঘাত: গাঙ্গুলির কাছে জবাব চাইলো বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল।। চলতি আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছেন সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। একইসঙ্গে তিনি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) সভাপতি। দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কীভাবে থাকেন তাই নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব দিতে সৌরভ গাঙ্গুলিকে নোটিশ পাঠিয়েছেন ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) ন্যায়পাল তথা এথিক্স কমিটির ডিকে জৈন।

মূলত দুই ক্রিকেটভক্তের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। রঞ্জিত শীল এবং ভাস্বতী সাত্তয়া নামের দুই ক্রিকেটপ্রেমী অভিযোগ তুলেছেন, আগামী ১২ এপ্রিল ইডেনে দিল্লির মুখোমুখি হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ওই ম্যাচে দিল্লির ডাগআউটে থাকবেন সৌরভ। কলকাতা যেহেতু স্থানীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি, সেহেতু সিএবি'র সঙ্গে তাদের স্বার্থ আছে। ম্যাচের আয়োজনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকছেন সৌরভ। আবার তিনিই দিল্লির ডাগআউটে থাকবেন বিষয়টা তাদের চোখে স্বার্থের সংঘাত।

অভিযোগটি বেশ গুরুত্ব দিয়েই দেখছে বিসিসিআই। বোর্ডের ন্যায়পাল ডিকে জৈন চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেছেন, 'মঙ্গলবার (০২ এপ্রিল) সৌরভকে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে তাকে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। তার দেওয়া উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা গোটা বিষয়টা দেখবো। এরপর হয়তো তার সঙ্গে আলোচনায়ও বসতে পারি।"

ডি কে জৈন আরও বলেছেন, 'কোনো বিশেষ ম্যাচের বিষয়ে আমি উল্লেখ -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

নিউ জিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলে চমক ব্লান্ডেল

লন্ডন, ৩ এপ্রিল।। দল ঘোষণার শেষ সময় এখনও প্রায় তিন সপ্তাহ দূরে। অনেক দল এখনও কিছু জায়গা নিয়ে আছে দোলাচলে। কিন্তু দল গুছিয়ে ফেলেছে নিউ জিল্যান্ড, সবার আগে তারা ঘোষণা করে দিল ২০১৯ বিশ্বকাপের দল, যে দলে চমক হয়ে এসেছে কিপার-ব্যাটসম্যান টম ব্লান্ডেলের নাম।

১৫ জনের দলের ১৩ জন একরকম চূড়ান্তই ছিল। শুধু বিকল্প কিপার ও দ্বিতীয় স্পিনারের জায়গা নিয়েই ছিল কৌতুহল। দলের মূল কিপার টম ল্যাথাম, মূল স্পিনার মিচেল স্যান্টনার। ব্যাট হাতেও দুজন দারুণ বলে একাদশেও জায়গা নিশ্চিত। দ্বিতীয় কিপার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ব্লান্ডেল। দ্বিতীয় স্পিনার ইশ সোধি। বুধবার ক্রাইস্টচার্চে ঘোষণা করা হয়েছে দল।

২০১৭ সালের ডিসেম্বরে টেস্ট অভিষেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন ব্লান্ডেল। তবে পরের টেস্টে ভালো না করার পর বাদ পড়েছেন। খেলেছেন তিনটি টি-টোয়েন্টি। সেখানেও বলার মতো নয় পারফরম্যান্স।

তবে ব্লান্ডেলকে দলে নেওয়ায় বিস্ময়ের মূল কারণ, ২৮ বছর বয়সী কিপার-ব্যাটসম্যানের এখনও ওয়ানডে অভিষেক হয়নি। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটেও ব্যাটিং রেকর্ড সমৃদ্ধ নয়। টেস্ট দলের কিপার বিজে ওয়াটলিংকে মনে করা হয় ব্যাটিং সামর্থ্যে এগিয়ে। আরও দুই কিপার গ্লেন ফিলিপস, টিম সাইফার্ট আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে সামর্থ্যের ছাপ রেখেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। কিন্তু নির্বাচকরা বেছে নিলেন ব্লান্ডেলকে।

দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে বাজিয়ে দেখতে সবশেষ বাংলাদেশ সিরিজে খেলানো হয়েছিল লেগ স্পিনার টড অ্যাস্টলকে। তবে তিনি মন ভরাতে পারেননি নির্বাচকদের। তাই আরেক লেগ স্পিনার সোধি জায়গা পেলেন দলে।

দলের বাকিদের নাম অনেকটাই অনুমিত। কলিন মানরোকে নিয়ে খানিকটা সংশয় থাকলেও জায়গা পেয়ে গেছেন। পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন জিমি নিশাম ও কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম।

এই মাসের শেষ দিকে ক্রাইস্টচার্চে প্রস্তুতি ক্যাম্প করবে নিউ জিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল। এরপর প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তারা অস্ট্রেলিয়ায়।

ওয়ানডের নিউ জিল্যান্ড দল: কেন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), মার্টিন গাপটিল, হেনরি নিকোলস, রস টেইলর, টম ল্যাথাম, কলিন মানরো, টম ব্লান্ডেল, জিমি নিশাম, কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, টিম সাউদি, ম্যাট হেনরি, লকি ফার্গুসন, ট্রেন্ট বোল্ট।

৮ গোলের রোমাঞ্চে বার্সাকে রুখে দিল ভিয়ারিয়াল

লন্ডন, ৩ এপ্রিল।। ভিয়ারিয়ালের মাঠে শুরুতেই দুই গোল করে জয়ের ধারা ধরে রাখার সম্ভাবনা জাগিয়েছিল বার্সেলোনা। কিন্তু দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ানো প্রতিপক্ষের সামনে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এরনেস্তো ভালভেরদের দল। বদলি নামা লিওনেল মেসি শেষ দিকে ব্যবধান কমিয়ে নতুন করে আশা জাগান। সমতা টানেন লুইস সুয়ারেস। শেষ পর্যন্ত জয়ের দেখা না মিললেও স্বস্তির এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে লা লিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

ভিয়ারিয়ালের মাঠে মঙ্গলবার রাতের রোমাঞ্চকর লড়াইটি ৪-৪ গোলে ড্র হয়। ডিসেম্বরে লিগের প্রথম পর্বে ঘরের মাঠে দলটিকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল বার্সেলোনা।

শিরোপা ধরে রাখার মিশনে দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা বার্সেলোনা ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো। তবে কৌতিনিয়োর পাস পেয়ে লুইস সুয়ারেসের কোনাকুনি শট পা বাড়িয়ে ঠেকান গোলরক্ষক। খানিক পর স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ভিসেন্তে ইবোরার শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান বার্সেলোনা গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন।

দ্বাদশ মিনিটে দুই ব্রাজিলিয়ানের নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ডান দিক দিয়ে রক্ষণ ভেঙে ডি-বক্সে ঢুকে গোলমুখে বল বাড়ান মালকম। অনায়াসে আলতো টোকায় গোলটি করেন কৌতিনিয়ো।

চার মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মালকম। আর্তুরো ভিদালের ক্রসে হেডে বল ঠিকানায় পাঠান এ মৌসুমের শুরুতে কাম্প নউয়ে যোগ দেওয়া এই য়ে যোগ দেওয়া এই ফরোয়ার্ড।

খানিক পরই ব্যবধান আরও বাড়তে পারতো। তবে কৌতিনিয়োর চিপ শট পোস্টে বাধা পায়।

দু গোলে এগিয়ে থাকার স্বস্তি অবশ্য বেশিক্ষণ থাকেনি বার্সেলোনার। খেলার ধারার বিপরীতে ২৩তম মিনিটে ব্যবধান কমান সামুয়েল। সতীর্থের থ্রু পাস পেয়ে ডি-বক্সে ঢুকে তার নেওয়া শট পোস্টে বাধা পায়। তবে ফিরতি বল কোনাকুনি শটে জালে পাঠান নাইজেরিয়ার এই মিডফিল্ডার।

দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে অসাধারণ এক গোলে ভিয়ারিয়ালকে সমতায় ফেরান তোকো একাম্বি। সতীর্থের থ্রু পাস ডান দিকের সাইডলাইনের উপর থেকে ধরে দ্রুত ছুটে ডি-বক্সে ঢুকে দুরূহ কোণ থেকে জোরালো শটে লক্ষ্যভেদ করেন ক্যামেরুনের এই ফরোয়ার্ড। টের স্টেগেন একটু সামনে এগিয়ে থাকায় ঠেকানোর কোনো সুযোগই পাননি।

আক্রমণের ধার বাড়াতে ৬১তম মিনিটে কৌতিনিয়োকে তুলে মেসিকে মাঠে নামান কোচ। এর পরের মিনেটেই তৃতীয় গোল হজম করে তারা। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের রক্ষণচেরা পাস ডি-বক্সে পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় কোনাকুনি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ভিসেন্তে ইবোরা।

৮০তম মিনিটে আরেকটি প্রতি-আক্রমণে স্কোরলাইন ৪-২ করেন কার্লোস বাক্কা। মাঝমাঠের অনেক আগে থেকে সতীর্থের লম্বা করে বাড়ানো বল ধরে ডি-বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে কাটিয়ে গোলটি করেন কলম্বিয়ার ফরোয়ার্ড।

নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে মেসির আরেকটি দুর্দান্ত ফ্রি-কিকে গোল। হারের শঙ্কায় পড়ে যাওয়া বার্সেলোনা শিবিরে নতুন করে আশা জাগে। চলতি লিগে আর্জেন্টাইন তারকার এটি ষষ্ঠ ফ্রি-কিক গোল। আর আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার মোট গোল হলো ৩২টি।

আর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে স্বাগতিকদের হতাশায় ডুবিয়ে স্কোরলাইন ৪-৪ করেন সুয়ারেস। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল ডিফেন্ডাররা ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে ফাঁকায় পেয়ে নিচু জোরালো শটে জালে পাঠান উরুগুয়ের স্ট্রাইকার।

৩০ ম্যাচে ২১ জয় ও সাত ড্রয়ে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭০। দিনের প্রথম ম্যাচে জিরোনাকে ২-০ গোলে হারানো আতলেতিকো মাদ্রিদ ৮ পয়েন্ট কম নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিন নম্বরে।

বেটিংয়ের অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন ভারতীয় নারী দলের কোচ

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল।। আইপিএলে বেটিংয়ের (বাজি) অভিযোগে সাবেক ভারতীয় নারী দলের কোচ ও বারোদার অলরাউন্ডার তুষার আরোথেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বারোদা ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জেএস জাদেজা জানান, সোমবার আইপিএলে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যকার ম্যাচের সময় আরোথেসহ ১৮জনকে বেটিং সংক্রান্ত বিভিন্ন আলামতসহ গ্রেফতার করা হয়।

বলে রাখা ভালো, ভারতে ঘোড়দৌড় -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

বুধবার ধর্মনগরের বাগবাসায় আসাম রাইফেলসের উদ্যোগে ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরাজয়ের বৃত্তেই রইলো ব্যাঙ্গালুরু

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল।। পরাজয়ের বৃত্ত থেকে বের হতেই পারছে না রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। কোহলি-ডি ভিলিয়ার্সের মতো বিপদজনক ব্যাটসম্যান থাকার পরও জিততে পারছে না দলটি। আইপিএলে রাজস্থান রয়েলসের কাছে সাত উইকেটে হেরে টানা চতুর্থ পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে কোহলির দল। আর টুর্নামেন্টের প্রথম জয় পায় রাজস্থান।

জয়পুরের সাওয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে চার উইকেটে ১৫৮ রান করে ব্যাঙ্গালুরু। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এক বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় রাজস্থান।

১৫৯ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে রাজস্থানকে ভালো সূচনা এনে দেন আজিঙ্কা রাহানে ও জশ বাটলার। উদ্বোধনী জুটিতে আসে ৬০ রান। রাহানে ২২ রান করে আউট হন। তবে দ্রুত গতিতে রান তুলতে থাকেন বাটলার। ফিফটি তুলে নেন তিনি। ৪৩ বলে ৫৯ রান করে দলীয় ১০৪ রানে আউট হন বাটলার।

এরপর জয়ের বাকি কাজটুকু সহজ করেন স্টিভেন স্মিথ ও রাহুল ত্রিপাঠি। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ৫০ রান যোগ করেন তারা। দলের রান যখন ১৫৪ তখন ৩১ বলে ৩৮ রান করে আউট হন স্মিথ। জয়ের জন্য শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিলো পাঁচ রান। প্রথম চার বলেই চার রান তুলে নেয় রাজস্থান। পাঁচ নম্বর বলে ছয় মেরে দলে প্রথম জয় নিশ্চিত করেন ত্রিপাঠি। ব্যাঙ্গালুরুর -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

স্বস্তির জয়ে শিরোপার আরও কাছে ইউভেন্তুস

লন্ডন, ৩ এপ্রিল।। সেরি আর নিচের দিকের দল কাইয়ারির মাঠে কষ্টে জিতেছে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ও পাওলো দিবালাকে ছাড়া খেলতে নামা ইউভেন্তুস। মুকুট ধরে রাখার আরও কাছাকাছি পৌঁছেছে মাস্সিমিলিয়ানো আল্লেগ্রির দল।

প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে ২-০ গোলে জিতে ইউভেন্তুস। ৩০ ম্যাচে ৮১ পয়েন্ট সেরি আর সফলতম দলটির। ২৯ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে নাপোলি।

গত নভেম্বরে নিজেদের মাঠে লিগের প্রথম পর্বে কাইয়ারিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল সেরি আর গত সাতবারের চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস।

ম্যাচের ২২তম মিনিটে ফেদেরিকো বের্নারদেস্কির কর্নারে লিওনার্দো বোনুচ্চির হেড গোলরক্ষককে প্রতিরোধের কোনো সুযোগ না দিয়ে ঠিকানা খুঁজে পেলে এগিয়ে যায় ইউভেন্তুস।

দ্বিতীয়ার্ধেও বলের নিয়ন্ত্রণ ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল ইউভেন্তুস; কিন্তু ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারছিল না। অবশেষে ৮৪তম মিনিটে ডান দিক থেকে রদ্রিগো বেন্তাকুরের পাস পেয়ে গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে প্লেসিং শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মইজে কেন। ১৯ বছর বয়সী এই তরুণ এম্পোলির বিপক্ষে ইউভেন্তুসের জেতা ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেছিলেন।

মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে উদিনেজের সঙ্গে ১-১ ড্র করা এসি মিলান ৩০ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামী ০৫-০৪-২০১৯ ইং শুক্রবার সকাল ১০ টা হইতে ৪ টা পর্যন্ত জি বি পন্থ হাসপাতালের সার্জারী আউটডোরে নিউরোসার্জন ডাঃ প্রসাদ কৃষ্ণান ও ডাঃ অভিজিৎ রায় রোগী দেখিবেন। রোগী দেখাইবার পূর্বে যে কোনো বিভাগ থেকে রেফারের কাগজ দেখাইতে হইবে।

উক্ত সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সকল ইচ্ছুক রোগীকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর ঃ-
মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট
এ.জি.এম.সি এন্ড জি বি পন্থ হাসপাতাল
আগরতলা

ICA/D/003/19-20

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

No.F.10(1-5)-Rectt/TPSC/2019 Agartala Dated 03.04.2019

NOTIFICATION

Reference : Cimmission's Advt. No. 02/2019 dated 06.03.2019.

It is for information of all concerned that the candidates who had applied for TCS Grade-II and TPS Grade-II recruitment process in response to the Commission's Advertisement No. 04/2016 dated 30.04.2016 and were eligible at that time, but attained overage in respect to the Commission's Advt. No. 02/2019 dated 06.03.2019 are hereby allowed to submit Application Form for recruitment to the outcome of Writ petition No. WP(C) No. 831 of 2018 of High Court of Tripura.

Such candidates may submit their application through Offline (the Commission's prescribed application form) mode only along with the proof of their candidature in respect to Commission's Advertisement No. 04/2016 dated 30.04.2016 **latest by 20.04.2019 (5:30 PM).**

This is in pursuance of the GA(P&T) Department letter No. F.2(14)(P&T)/2015 dated 30.03.2019 for one time relaxation of age.

Other terms & condition will remain unchanged.

For further details please visit - **www.tpsc.gov.in**

(S. Mog)
Secretary
Tripura Public Service Commission

জাতীয় স্তরের মেলায় সাংবাদিকরা ব্রাত্য, চলছে লুটের বাণিজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। ধর্মনগরে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় হ্যান্ডলুম মেলা, চলবে ১৫ দিন। অর্থাৎ বিজেপির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ আসার ঠিক আগে বিবিআই মাঠকে খালি করে দেওয়া হবে। কিন্তু আশ্চর্যনজনকভাবে পরিবর্তনের এক বছর পর টাকার লুটের দুই মুখ্য কারিগর বামফ্রন্টের একনিস্ট বলে পরিচিত পানিসাগরের দপ্তরের ক্লাস্টার অফিসার এবং ধর্মনগরের উত্তর জেলার দপ্তরের উপঅধিকর্তা সজল দাসকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মেলায় ৪০টি স্টল খোলা হয়েছে, উল্লেখ্য এই মেলার বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা। পরিবর্তনের পর বাম আমলের দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্তব্ধ হয়ে থাকলেও এই দুই অফিসারকে কিভাবে আবার দায়িত্ব দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। টাকা লুটের দুই কারিগর যাতে শাসকদলীয় কয়েকজন নেতাকে হাতে রেখে লুট বাণিজ্য নির্ধিদায় করতে পারে, তারও সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। আর তাদের লুট বাণিজ্যে সাংবাদিকরা বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তা মাথায় রেখে জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানে ইচ্ছাকৃত ভাবে সাংবাদিকদের ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। এই দুই বামফ্রন্টের একনিষ্ঠ সমর্থক ২০১৮ এর ৩ মার্চ নির্বাচনের াাগেও উত্তর জেলা বামফ্রন্টের বিভাগীয় সম্পাদক অমিতাভ দত্তই ছিল প্রকৃত অভিভাবক, পরে দপ্তর। দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা নয় ছয় করে বেলায় বেলায় পার্টি অফিসে হাজিরা, অফিস কামাই আর পার্টি ফান্ডে বড় অংক দেওয়াই ছিল এদের এতদিনের রোজ নামচা। তাই পুরোনো অভ্যাসকে টিকিয়ে রাখতে, সাংবাদিকদের এড়িয়ে জনাকয়েক শাসকদলীয় নেতাকে হাতে রেখে লুট বাণিজ্য অব্যাহত রেখে চলেছে। বিজেপি শাসনে সাংবাদিকদের ব্রাত্য করে জাতীয় স্তরের মেলা যা অভাবনীয়।

বুধবার ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ চিলিতে চিলির রাষ্ট্রপতি সিবাস্টান পিনারাইয়ের সাথে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- পিআইবি।

শিশু বিহার এলামনি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। শিশু বিহার এলামনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রেডক্রস সোসাইটির ফলে বুধবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। নির্বাচনী ডামাডোল এর মধ্যে শিশু বিহার এলামনি এসোসিয়েশনের এ ধরনের রক্তদান শিবিরের প্রশংসা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। শিশু বিহার এলামনি এসোসিয়েশন আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন বলেন, রক্তদানের মতো পবিত্র উৎসবে সমাজের সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন রক্ত কেমন একটা জিনিস যা কোনো কারখানায় কিংবা ল্যাবে তৈরি করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি হলেও রক্তের বিকল্প কোনো কিছু এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। অদূর ভবিষ্যতেও রক্ত তৈরি করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান বিজ্ঞানীরা। রক্ত তৈরি করা যাবে না ধরে নিয়েই মানুষজনকে রক্তদানে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। একমাত্র স্বেচ্ছা রক্তদান এর মধ্য দিয়েই রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে বর্তমান সময়ে রক্তের মারাত্মক সংকট চলছে। এই মুহূর্তে নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত সবাই। রক্তদানে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। এই সংকটময় মুহূর্তে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠন গুলির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের কাউন্সিলার ভট্টাচার্য। জাতি ধর্ম বর্ণ দল-মতের ঊর্ধে উঠে সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন অথিতিবৃন্দ।

কালবৈশাখীর ঝড়ে দিশেহারা কল্যাণপুর এলাকার জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। কালবৈশাখীর ঝড়ে দিশেহারা কল্যাণপুর এলাকার জনগণ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ তীব্র বেগে আছরে পরে কালবৈশাখীর ঝড়। এলাকার বেশ কয়েকটি গাঁও সভার উপর দিয়ে বয়ে যায় এই ঝড়। ঝড়ের তাণ্ডবে বেশ কিছু সংখ্যক ঘরবাড়ি ভূপাতিত হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে প্রশাসন। কালবৈশাখীর ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে কল্যাণপুর এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ আছরে পরে কালবৈশাখী ঝড় কল্যাণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। কল্যানপুর বাজার কলোনি, কমল নগর, রজনী সরদারপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বাড়ি ঘর ভূপাতিত হয়েছে। খবর পড়ে পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক, মহকুমা শাসক এবং ব্লক আধিকারিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ছুটে যান। দুর্গত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কল্যাণপুরে অস্থায়ী ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো আশ্রয় নিয়েছেন। কালবৈশাখীর তাণ্ডবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফের আছরে পণ্য কালবৈশাখী ঝড়। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কল্যাণপুর এলাকায়। কল্যাণ পুরের কল্যানপুর বাজার কলোনি, তোতা বাড়ি, কমলনগর, ঘিলাতলী, রজনী সরদারপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু ঘরবাড়ি কালবৈশাখীর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তীব্র ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পেয়ে কল্যাণপুর এর বিধায়ক এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ছুটে যান। তড়িঘড়ি কল্যাণপুর বালিকা বিদ্যালয় একটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়। ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেন ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কিছু সংখ্যক পরিবার। বিধায়ক সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন। কল্যাণ পুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী জানান ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন এতে মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু করেছে। উল্লেখ্য কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কল্যাণপুর এলাকার বহু ঘরবাড়ি ভূপাতিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ঝড় ও শীলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কল্যাণপুর ব্লক এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ এপ্রিল ।। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার কল্যাণপুর ব্লক এলাকার ৬টি গ্রামে ঝড়, বৃষ্টি ও শীলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সাধারণ মানুষের। ঝড় ও শীলাবৃষ্টি শেষে প্রশাসন রাতেই বেণিয়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে। কল্যাণপুর ব্লকের কুঞ্জবন, আরএস পাড়া, মুড়াবাড়ি, কল্যাণপুর, ঘিলাতলী, কমলনগর, বাতেখা এলাকার সাধারণ মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েচে শীলাবৃষ্টিতে। বড় বড় আকারের শীল পড়ায় প্রায় আড়াই হাজার বাড়ির টিনের চাল শতাধিক ছিদ্র হয়ে গেছে। রাতেই কল্যাণপুর ব্লক এলাকায় ২১টি শরনার্থী শিবির খোলা হয়েছে। বুধবার দুপুরে খোয়াই জেলা শাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। জেলা শাসক জানান ৪৫৭৭ জন গ্রামবাসী শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। তাছাড়া ফসলেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

আখ ক্ষেতে মৃত পাঁচটি চিতাশাবক

পুনে, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের পুনেতে জুন্নার তেহসিলের কাছে আওয়াসারি গ্রামের একটি আখ ক্ষেতে বুধবার মৃত্যু হল পাঁচটি চিতাশাবকের। ফসল কাটার সময় আগুন লাগানোর ফলে ওই শাবকগুলির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে। যদিও ঘটনার দায় স্বীকার করেনি কেও।

এব্যাপারে এদিন চাষিরা জানিয়েছেন, ড্র'আখ কাটার সময় ক্ষেতের মালিক ফেলে দেওয়া অংশগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিতে বলেন। আমরা তাই করি। কিন্তু কেউই জানত না এই ক্ষেতের মধ্যে ওই চিতা শাবকগুলি ছিল।ড্র' স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, আগুন লাগানোর পর তিনি শাবকগুলিকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসে বাধা দেন কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে ততক্ষণে। এখন ঠিক কি কারণে পাঁচটি শাবকের মৃত্যু হল সেই নিয়েছে প্রশ্ন। বনদফতর এবং স্থানীয় থানায় খবর দেন ওই স্থানীয় মহিলাই। শাবকগুলির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান বনদফতরের কর্মীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও এব্যাপারে দায় এড়িয়ে গিয়েছেন ক্ষেতের মালিক।

ইভিএম ও ভিভিপ্যাট পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে ইভিএম এবংভিভিপ্যাট মেশিন গুলো পরীক্ষা করে দেখার কাজ বুধবার শেষ হচ্ছে। বুধবার শেষ দিনে রামনগর বিধানসভা, টাউন বরদোআলী এবং প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে মেশিন গুলো পরীক্ষা করে দেখতে দেওয়া হয়। এ নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কোন ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি বলে নির্বাচন জানানো হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে যেসব প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতিনিধিদেরকে এই মেশিন গুলো পরীক্ষা করে দেখতে দেয়া হয়েছে। এবছর প্রতিটি মতেই বৈদ্যুতিন ভোটিং মেশিন দিয়ে ভোট গ্রহণ করা হবে। ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রেই ওয়েব কাস্টিং ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাজ্যে ভোট শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য প্রশাসনের তরফে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজেপিতে যোগ দিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যসচিব

কালাবুরাগি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যসচিব কে রত্না প্রভা। বুধবার বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কে রত্না প্রভা বলেন, বিজেপি দেশের জনপ্রিয়তম দল। তাই এই দলে যোগ দিয়েছি। প্রতিটি গ্রামে গিয়ে অন্যান্য উপায় দেশের উন্নতি করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অবসরগ্রহণের পর দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার ভাবনা থেকেই বিজেপি যোগদান বলে জানিয়েছেন তিনি। বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার ইচ্ছাতেই তাঁর যে বিজেপিতে যোগদান তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি।

কে রত্না প্রভা আরও বলেন, রাজনৈতিক ভাবে প্রকৃত জনগণকে সেবা করা যায়। অনগ্রসর এবং নারীদের জন্য কাজ করতে চাই। কালাবুরাগিতে আমার হৃদয়। এখান থেকে যোগ দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন বি এস ইয়েদুরাপ্পার উপস্থিতিতে বিজেপি যোগ দেন প্রাক্তন এই আইএএস কর্তা। রাজ্যের মুখ্যসচিব পদ থেকে ২০১৮-র জুনে অবসরগ্রহণের কে রত্না প্রভা। এরপর থেকেই তাঁর বিজেপিতে যোগদান নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। ১৯৮১ সালের আইএএস ক্যাডারের এই আমলা রাজ্যের তৃতীয় মহিলা মুখ্যসচিব হিসেবে কর্ণাটকের দায়িত্বভার ২০১৭ সালের নভেম্বরে গ্রহণ করেছিলেন।

জম্মুইতে বুধবার স্থানীয় বিজেপি নেতাদের সাথে নিয়ে মিজো এবং রিয়াং শরণার্থী নেতাদের সাথে বৈঠক করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মহেশপুর চা বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি রাজ্যের সীমান্ত এলাকার মহেশপুর চা বাগানে।গতকাল রাতের প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে সমস্ত জেলাজুড়ে ক্ষতি হয়েছে।এর মধ্যে বাড়িঘর অধিক ক্ষতি হয়েছে।কিন্তু এর মধ্যে মহেশপুর চা বাগানের নতুন চা গাছগুলি একেবারে গুড়িয়ে পড়ে।এই বাগানের মোট আয়তন ২৩০ একর।এরমধ্যে ৬০ একর প্রবল শীলাবৃষ্টির কবলে বিনষ্ট হয়।বাগান ম্যানেজার কে,কে যাদব আরো জানান,বাগানে চা গাছে নতুন কুরি এসেছে আর তাতে বরুণ দেবতা তার তান্ডব লিলায় একেবারে ধ্বংস করে দেন।এখন শ্রমিকদের পাতি তুলার কাজ এই সময় সমস্ত গাছ নষ্ট হয়ে গেছে।তাই শ্রমিকরা কাজও করতে পারবে না অনেকদিন।ভেঙে পড়েছে ফেক্টোরির পাশের বিশাল ড্রেনগুলিও।মোট কথায় বহু লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।দুদিনের এই শিলাবৃষ্টির ফলে আদিবাসী শ্রমিকদের অধিকাংশ ঘরের চালও উড়িয়ে নেয়।কোথাও আবার শিলে ফালাফালা করেছে ঘরের ছাউনি।মূলত, বাম আমল থেকেই চা শ্রমিকদের শুধু মাত্র ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করে আসা হচ্ছে।আর বিনিময়ে বছরের পর বছর অবহেলিত হয়ে গেছে এরা।তাদের একমাত্র জীবন ধারনের উপায় এই চা বাগান।তাও কম হাজিরার কাজ করে সংসার চালাতে হয়।তাতে ঘর বানানোর পরিস্তিতি নেই।এখনো বাগানের ৯০ু ঘর ছনের ছাউনি।তাও এই দুদিনের শিলাবৃষ্টিতে একমাত্র অবলম্বনটি উড়িয়ে দেয় বিধাতা।ঘরের মধ্যে জল।রাতে ঘুম নেই শ্রমিকদের।শিশু, মহিলা সকলেই এক অবস্থা।তাদের এখন একমাত্র উপায় সরকারি সাহায্য। এদিকে, শ্রমিকরা যারা দু,চারটি ঘর পেয়েছে বাম আমলে তাতে প্রতি ঘরের জন্য দশ থেকে কুড়ি হাজার টাকা প্রধান, মেম্বারদের প্রনামী দিতে হয়েছে।তাও ঘর হয়েছে অর্ধসমাপ্ত।এখন তারা আশায় বুক বেধেছে নতুন সরকারের কাছে।একটি যেন থাকার উপায় করে দেয়।অবশ্য স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা সমস্ত বাগান শ্রমিকদের বাড়িঘর পরির্দশন করেন।

কংগ্রেসের ইস্তেহার বিভ্রান্তিকর মায়াবতী

লখনউ, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারকে বুধবার ড্র'লোক দেখানোড্র' এবং ড্র'বিভ্রান্তিকরড্র' বলে কটাক্ষ করলেন বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এদিন মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে লিখেছেন, প্রতিশ্রুতি পূরণ করার প্রশ্নে কংগ্রেস ও বিজেপি আলাদা নয়।

এদিন একটি টুইটে মায়াবতী লিখেছেন, ড্র'কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারটি লোক দেখানো এবং বিভ্রান্তিকর বলে মনে হচ্ছে। ক্রমাগত নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার কারণে, জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারায় কংগ্রেস ও বিজেপি পৃথক নয়।ড্র' এদিন বিজেপিকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, ড্র'সমাজবাদী পার্টি (সপা) এবং বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র জোটকে ভয় পেয়েছে বিজেপি। তাই এই বিষয় নিয়ে কথা বলার পরিবর্তে, তারা শীর্ষ নেতাদের জাতিবাদী বিবৃতিগুলিকে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাদের উস্কানিতে বিব্রত হবেন না। নির্বাচনে ভাল ফলাফল করে তাদের যথাযথ উত্তর দিতে হবে।

ঐক্যফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে আস্থার সংকট তীব্র হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে মানসিক চাপও

ঢাকা, ৩ এপ্রিল (হি.স) : বাংলাদেশে গণফোরামের আরেক নেতা মোকাব্বির খান সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ায় জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে আস্থার সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। বিশেষ করে বিএনপির নির্বাচিত সাংসদদের ওপর এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক চাপও তৈরি করেছে। বিএনপি থেকে যে ছ'জন সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির ছাড়া অন্যদের দলের কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় রাজনীতিতে কোনও অবস্থান নেই। ফলে, গণফোরামের দুই নেতার শপথের পর, এদের মাঝে সংসদে যাওয়ার একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক বিএনপি নেতা বলেছেন, খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য কোনো শর্তের প্রশ্ন এলে বিএনপি থেকে নির্বাচিতদের সংসদে যাওয়া বা না যাওয়ার বিষয়কে কৌশল হিসেবে ব্যবহারের একটা চিন্তাও দলে রয়েছে। সোমবার দুপুরে খালেদা জিয়াকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই হাসপাতালে বিএনপি চেয়ারপারসনকে চিকিৎসার জন্যে গঠিত মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা বুধবার বলেছেন, তাঁর অবস্থা এখন অনেক ভালো। ড় কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন গণফোরাম এবং বিএনপিসহ কয়েকটি দলের জাতীয় ঐক্যজোট গত ৩০শে ডিসেম্বরের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে তাদের নির্বাচিত এমপিদের শপথ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখন গণফোরামের দুই সাংসদ সংসদে যোগ দেওয়ায় হিসেব পাল্টে গেছে। সরকারের ওপর চাপ রাখার কৌশল অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিএনপির নেতাদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। অনেকে বলেছেন, তাদের দল বার বার হোঁচট খাচ্ছে। সংকটে পড়ছে। তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারছেন না। এমনকি তাদের দলের নেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারেও তারা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। তাই দলের অনেক নেতা এখন মেনেই নিচ্ছেন যে তাদের নেত্রীর মুক্তির বিষয়টি সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। সে কারণেই খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সমঝোতার প্রয়োজন হলে সেখানে বিএনপি সংসদে যোগ দিতে পারে এমন একটা চিন্তা বিএনপির কারো কারো মধ্যে কাজ করছে। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হচ্ছে, খালেদা জিয়া এই ধরনের কোনো সমঝোতা চাইবেন কিনা। অন্যদিকে বিএনপির পরবর্তী নেতা খালেদাপুত্র তারেক রহমান কী চাইছেন তা নেতাদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির অন্তত দুজন নেতা হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেছেন, তারেক সম্ভবত মায়ের চাওয়াকেই গুরুত্ব দেবেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেছেন, ড্র'সরকারের সাথে তাদের দলের কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা, আপোস বা সমঝোতা হচ্ছে না। আপোসের রাস্তায় আমরা হাঁটতে চাই না। কারণ সেটা হবে রাজনৈতিক মৃত্যু।ড্র' মির্জা আলমগির বলেন, ড্র'সেজন্য আমরা সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে আন্দোলনের দিকেই যাচ্ছি। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলনের কথা এর মধ্যে কয়েকবারই বলা হয়েছে।ড্র' আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, এবার নাজিমুদ্দিন রোডের কারাগার থেকে খালেদা জিয়াকে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নেওয়া হয়, তখন তাঁর ব্যবহারের সব জিনিস হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। এর আগে গত বছর এই হাসপাতালে তাঁকে যখন ভর্তি করা হয়, তখন সব জিনিসপত্র আনা হয়নি। বিএনপির কিছু সূত্র বলছে, একটা যোগাযোগের ভিত্তিতেই খালেদা জিয়াকে এবার হাসপাতালে আনা হয়েছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। বোঝাই যায়, একটা সমঝোতার চেষ্টা চলছে। নইলে কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারের পথ তো খোলাই রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দুই বন্ধুর দেহ, চাঞ্চল্য

গোন্ডা (উত্তর প্রদেশ), ৩ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গোন্ডা জেলার বারসেডি গ্রামে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দুই বন্ধুর দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে দুই তরুণ। বুধবার এ ব্যাপারে পুলিশ জানায়, এদিন সকালে তারাবগঞ্জ এলাকার কাছে বারসেডি গ্রামে একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দুই তরুণের দেহ দেখতে পান গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। দেহদুটিকে উদ্ধার করে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত দুই তরুণের নাম রণবীর সিং (২০) এবং নিগম সিং (২১)। স্থানীয়রা জানিয়েছেন রণবীর ও নিগম দীর্ঘদিনের বন্ধু। কিন্তু কেন তারা এমন সিদ্ধান্ত নিল তা নিয়ে কিছু বলতে পারেননি তাঁরা। স্থানীয়দের দাবি, মঙ্গলবার রাত বাড়ার পর বাড়ি থেকে বাড়ির বাইরে অদূরেই একটি গাছ থেকে আত্মহত্যা করে দুই তরুণ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশেরও অনুমান, আত্মহত্যা করেছে তারা। দেহদুটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত দুই তরুণের পরিবার এবং স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে শান্তিরবাজারে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। কালবৈশাখীর প্রবল তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ৩৬ শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে প্রবল শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শান্তিরবাজার মহকুমার বহু বাসিন্দা।গত দুদিনে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে শান্তিরবাজারের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি বুধবার সকালে পরিদর্শন করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির দক্ষিণ জেলার কিষাণ মোর্চার সভাপতি তথা শান্তিরবাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জানা গেছে, এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। খুব শীঘ্রই তাঁদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে বলে জানান তিনি।

ফেনি নদীতে বারুণী স্নান হাজার হাজার জাতি-উপজাতি মানুষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। ফেনি নদীর পারে চলছে বারুণী মেলা ও স্নান। প্রতিবছরের মতো এ-বছরও বারুণী স্নানকে কেন্দ্র করে সাব্রুমের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত ফেনি নদীর পারে হাজার হাজার জাতি-উপজাতি মানুষের সমাগম হয়েছে।গতকাল ছিল বারুণী স্নানের মূল তিথি। বুধবারও এর রেশ রয়েছে। আজ ভোর থেকে বারুণী স্নান করতে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হন নদীর পারে। বারুণী স্নানকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এ-বছরও ফেনী নদীর পারে শুধু ত্রিপুরার মানুষই নন, প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন অসংখ্য ভক্তপ্রাণ জনতা।এদিকে বারুণী স্নানকে কেন্দ্র করে ফেনি নদী সংলগ্ন এলাকা জুড়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিএসএফ জওয়ানরা নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন। চলছে সাব্রুমের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ফেনি নদীর পারে বিএসএফের কঠোর নজরদারি। মেলায়ও চলছে কেনাকাটার ধুম।

জঙ্গি দমনে সাফল্য, শ্রীনগর থেকে গ্রেফতার লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : জঙ্গি দমন অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। বুধবার শ্রীনগরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করা হয় লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি। ধৃত লস্কর জঙ্গির নাম দানিশ হানিফ ওয়ানি। বাড়ি নাটিপোরার বুধশাহ নগরে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।